ভূমিকা

'আরোগ্য নিকেতন' নাটক প্রকাশিত হল।

আরোগ্য নিকেতনের নাট্যরূপের কথা আমি নিজে কোনদিন চিন্তা করি নি। মধ্যে মাঝে দুঃসাহসিক চিত্রনাট্য-রসিক কেউ কেউ ছবির কথা বলেছেন—আমি ভেবেছি। কিন্তু কাজে পরিণতি লাভ করে নি।

হঠাৎ নূতন রঙ্গমঞ্চ বিশ্বরূপার অন্যতম কর্ণধার শ্রীরাসবিহারী সরকার এসে আমাকে অনুরোধ করলেন আরোগ্য নিকেতনের নাট্যরূপের জন্য। "আরোগ্য নিকেতনের" নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করে বিশ্বরূপার উদ্বোধন করবেন। আমি প্রথমটায় বিস্মিত হয়েছিলাম। এবং তাঁকে নিরস্ত হতেও অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তাঁর একটি কথা আমার ভাল লাগলো। তিনি বললেন—আজ রঙ্গমঞ্চে কয়েকখানি মঞ্চ-সফল নাটক হয়েছে একথা স্বীকার করি। কিন্তু এই নাটক-গুলির কি কোন বাণী আছে? মেসেজ আছে? আজ ভারতবর্ষের প্রাচীন 'শীল বাণী' পঞ্চশীল বাণী রূপে পৃথিবীর কাছে পৌঁচুচ্ছে। আমি আমার মঞ্চ থেকে দেশের কাছে প্রাচীন কালের মৃত্যুভয় জয়ের বাণী পৌঁছে দিতে চাই। এ কথার পর আমি ভেবে দেখতে রাজী হলাম। এবং নাট্যরূপ দেবার বীজটি হল আরোগ্য নিকেতনের 'বাণী'-টুকু। গল্পাংশ নয়। উপন্যাস আমার। তাকে নাট্যরূপ দেবার সময় গল্পের মধ্যে পরিবর্তন করার অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন জাগবার কথা নয়—জাগলও না।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে গল্প এবং গল্প থেকে জীবন-সত্য ও জীবন-বাণী আপনি ফুটে ওঠে বীজ থেকে গাছ এবং গাছ থেকে বৎসরের শেষ ঋতু বসন্তকালে পুষ্প সম্ভারের মত। আরোগ্য নিকেতনে গল্প এবং জীবন-বাণীকে তেমনি ভাবে জড়িত করবার চেষ্টা করেছি। গল্পটি সুদীর্ঘ; কালের পটভূমিতে সোত্তর বছর হলেও একটা 'কালান্তর' এর মধ্যে রূপ পেয়েছে। এত দীর্ঘকালের গল্প গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একখানি আড়াই ঘণ্টার নাটকে রূপায়িত করা যায় না। অভিনয়ের দিক থেকেও অসুবিধা আছে। ষোল বছরের জীবনকে

সোত্তর বছরের জীবন মশায়ে রূপ দেওয়া একজন অভিনেতার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। এবং যাঁরা আরোগ্য নিকেতন উপন্যাস মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা দেখবেন উপন্যাসটিও আসলে সোত্তর বছরের কাহিনী নয়। এক বৎসরের কাহিনী মাত্র। প্রদ্যোত ডাক্তারের সঙ্গে সংঘর্ষে উপন্যাসের আরম্ভ এবং তার সঙ্গে মশায়ের মিলনের মধ্যেই উপন্যাসের শেষ। উনসোত্তর বৎসরের কাহিনী জীবন মশায়ের স্মৃতি-স্মরণ মাত্র। যে সব সমালোচক কাহিনী নিয়ে সমালোচনা করেছেন তাঁরা বোধ করি উপন্যাসটি মন দিয়ে পড়েন নি। দোষ দিই না। মৃত্যু নিয়ে, মৃত্যু সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাঁচশো পাতার উপন্যাস। তবু তাঁরা পড়েছেন—এইটেই যথেষ্ট। যাই হোক, উপন্যাসকে আমি ওদিক দিয়ে লঙ্ঘন করি নি। তবে প্রয়োজন হলে তাও করতাম। যে কথাটা মূল কথা সেইটুকুকে আমি মানুষের কাছে উপস্থিত করতে চেয়েছিলাম। আজকাল প্রায়ই একটা কথা শোনা যায়—মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ কেউ করে কি? মৃত্যু জীবনের পরিণাম। মৃত্যু নূতন কালের নব বংশধারার পৃথিবীতে অবতরণের গোমুখী। এ নিয়ে দার্শনিক বৈজ্ঞানিকেরা অনেক গবেষণা করেছেন। আজই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য নানা দেশে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসার লাভ করছে। বৈজ্ঞানিকেরা মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন না—করেন রোগের সঙ্গে। যুদ্ধের সম্ভাবনার সঙ্গে মানুষের বিরোধ, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হলে কে কত ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র ব্যবহার করবেন তার জন্য আয়োজনের অন্ত নেই।

ভারতবর্ষ চিরদিন মৃত্যুর মধ্যে অমৃত কল্পনা করেছে, সন্ধানও করেছে। "মৃত্যুভয়কে জয় করো, পরিণত বয়সে মৃত্যুর সিংহদ্বার পথে অমৃতলোকে প্রবেশ করো; উত্তর পুরুষের আগমনের পথ উন্মুক্ত করো।"

এই কারণেই পরিণত বয়সে ব্যাধি হলে আমরা বলি—"আর কেন? অনেক তো দেখলে, অনেক তো ভোগ করলে; এইবার, যদি ঈশ্বর মান তবে কোন তীর্থ-স্থলে যাও, মন্দিরের চূড়ার দিকে তাকিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর। ঈশ্বর না মান, কোন বিরাট কীর্তির ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে থাক, দেখ।"

ভারতবর্ষে বুদ্ধ জীবিতকালে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। মহাপরিনির্বাণের কালে আনন্দকে শোক করতে নিষেধ করেছিলেন।
সে ভারতবর্ষ আজও বেঁচে আছে।
রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুকে তার ছদ্ম ভয়ঙ্কর রূপকে সম্বরণ করতে বলেছিলেন।
গান্ধীজী মৃত্যুকালে রামকে স্মরণ করেছিলেন।
বিশ্বজগতেও তাই।
লেনিনের তিরোধান না ঘটলে স্ট্যালিনের অভ্যুদয় ঘটে না।
স্ট্যালিনের কাল শেষ না হলে নূতন অধ্যায়ের পৃষ্ঠা উন্মোচিত হয় না।

এই বাণীরূপকেই প্রাধান্য দিয়ে নাটকটি রচনা করেছি। এবং সেই কারণেই উপন্যাসের গল্পাংশকে বদল করেছি। জীবন মশায়কে জাতিতে বৈদ্য এবং প্রাচীন আয়ুর্বেদের উপাসক করেছি ভারতীয় চিকিৎসকগণের প্রতিনিধি হিসাবে। এবং উপন্যাসের মঞ্জরীকে আনতে পারি নি বলেই প্রদ্যোতের সঙ্গে জীবন মশায়ের সংঘর্ষের মধ্যে হৃদয়স্পর্শ দেবার জন্যেই তাকে তাঁর নিরুদ্দিষ্ট নাতি হিসেবে চিত্রিত করেছি।

আরও কিছু বক্তব্য আছে।
আমার এই নাটকে ও বিশ্বরূপায় অভিনীত নাটকে কিছু পার্থক্য লক্ষিত হবে। আমার নাটক চার অঙ্কে শেষ। বিশ্বরূপায় অভিনীত নাটক তিন অঙ্কে সমাপ্ত। বিশ্বরূপায় অভিনীত নাটকে শশী কম্পাউণ্ডার কিছু বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। তৃতীয় অঙ্কে মৃত্যুস্পৃষ্ট উপাখ্যানটি তাঁরা নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে রূপ দিতে চেয়েছেন। কয়েকটি নূতন চরিত্রও এনেছেন। এখানে মঞ্চ কর্তৃপক্ষ ও নাট্যকারের চিরন্তন দ্বন্দ্ব,তার কাজ করেছে। আমি ইচ্ছা করেই হার মেনেছি। অভিনয়ের সমালোচকেরা ঠিক এই এই স্থানেই বিরুদ্ধ মন্তব্য করেছেন। আবার অনেক বিশিষ্ট দর্শকের কাছে প্রশংসাও শুনেছি। সাধারণ দর্শকেরা পরিতৃপ্ত হয়েছেন। বিশেষ করে কয়েকদল বাংলা জানা ভিন্ন প্রদেশবাসী সাহিত্যিক

শিল্পীদের কাছে মৃত্যু সৃষ্টির নৃত্যটি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি। আমি এখানে তথ্যটি পরিবেশন করলাম মাত্র।

আগামী বৎসরে আমার বয়স ষাট বৎসর হবে। একদিন অহঙ্কার ছিল নিজের লেখা ও শিল্পবোধের পক্ষ নিয়ে এ সব ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করেছি। আজ এ অহঙ্কার বিসর্জন দিতে চাই। এবং আজ এটাও জেনেছি যে আমিই একমাত্র অভ্রান্ত নই। শুধু তাই নয় ভ্রান্তিও আমার আছে। তবুও নাটক ছাপাবার সময় আমার নাটকটিই ছাপলাম। কারণ এইটিই আমার পরিশ্রম ও আমার বোধের ফল।
বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ আশা করি এ জন্য কিছু মনে করবেন না।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ॥

জীর্ণ আরোগ্য নিকেতনের অভ্যন্তর। একটা ভাঙ্গা টেবিল, দুটো পুরানো আলমারী, খান-তিনেক পুরানো ভারী কাঠের দেশী মিস্ত্রীর হাতে গড়া চেয়ার, একখানা বেঞ্চি। আলমারীতে ওষুধ নাই, খালি। অথচ দেওয়ালে সিঁদুর দিয়া লেখা—'লাভানং শ্রেয় আরোগ্যং', কথাটি এখনও মিলাইয়া যায় নাই। পঞ্চাশ বছর আগের সাল লেখা রহিয়াছে। তারিখের স্থানে লেখা—

অক্ষয় তৃতীয়া

একদিকে একখানি তক্তাপোষ। তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন সেতাব মুখুজ্জে। বাহিরে একজন বৈষ্ণব গান গাহিতেছে।

মন তুমি কি চিরজীবি, দিন কি তোমার অমনি যাবে,
দেহ পিঞ্জর করি ভঙ্গ প্রাণ-বিহঙ্গ পলাইবে।
আহা মন তুমি কি—?

[ঠিক এইক্ষণটিতে বাহিরে কে চীৎকার করিয়া উঠিল—]

থাম, বেটা, থাম! থাম বলছি! কোন সময়ে কোথায় কোন তান! সকাল বেলা, কবরেজখানায় লোক আসবে রোগ দেখাতে, ভাল হতে, আর উনি সুরু করেছেন—দেহ পিঞ্জর করি ভঙ্গ প্রাণ-বিহঙ্গ ফুরুৎ ধা। যাত্রার মুখের টিকটিকি—

[ইহার পরই সে কাশিতে আরম্ভ করিল—খক্-খক্-খক্ খক্-খক্-খক্।]

[সেতাব দাবার ছক সাজাইয়া আপন মনে চাল দিতেছিলেন। গানে বা বাহিরের কথায় বার দুয়েক মুখ তুলিয়াছিলেন শুধু। গ্রাহ্য করেন নাই। এবার ওই কাশির শব্দ শুনিয়া চঞ্চল হইলেন। ইন্দির, চাকর, তামাক সাজিয়া আনিয়া ঢুকিল। হুঁকাটি সেতাবকে দিল]

সেতাব। কাশছে কে? দাঁতু ঘোষাল নয়? দেখ, দেখ, ওর কাশি উঠলে সহজে থামেনা।

ইন্দির। ভয় নাই, ও মরবেও না সহজে। যত মড়া এই গাঙের ঘাটেই জড়ো হবেরে বাবা। যাক্ না, এই এতবড় হাসপাতাল হয়েছে, নতুন নতুন পাশ করা ডাক্তার এসেছে, দামী দামী ওষুদ বেরিয়েছে, যাক না সেখানে। মশায় আর চিকিৎসা করে না বললে শুনবে না।

[হাঁপাইতে হাঁপাইতে দাঁতুর প্রবেশ]

দাঁতু। শুনলে আমাদের চলবে কি ক'রে-রে বাবা, আমরা কি মরব? দাও মুখুজ্জে, হুঁকোটা দাও।

সেতাব। (হুঁকোটা সরাইয়া লইল) না। এর ওপর তামাক খেলে কেশে মরে যাবি।

দাঁতু। সেই ভাল। মরতে তো একদিন হবেই; তামাক খেলেও মরব, না খেলেও মরব। তার চেয়ে তামাক খেয়ে কাশতে কাশতেই মরে যাই, দাও।

ইন্দির। (হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিল) এ কি? পাল্কী? কার পাল্কী নামল?

[বাহির হইয়া গেল]

সেতাব। পাল্কী?

দাঁতু। দাও মুখুজ্জে, ফরাৎ ক'রে দু টান টেনে নি এই ফাঁকে। তোমার পায়ে পড়ি।

সেতাব। নে। মর গিয়ে তামাক খেয়ে। (উঁকি মারিয়া দেখিয়া) এ কি এ যে আমাদের ভুবন রায়।

দাঁতু। (হুঁকা লইয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিল) ওরে বাবা! হুঁ, সেই তো। ভুবন রায়ই তো বটে। আমাকে লুকুতে হবে মুখুজ্জে। কোথা লুকুই বলতো!

সেতাব। কেন? লুকুতে হবে কেন?

দাঁতু। ও বাবা। সে সব অনেক কথা। রাঁধতে গিয়ে আগে-ভাগে খেয়ে ধরা পড়েছিলাম। ওরে বাবা এসে পড়ল যে। হুঁকো ধর মুখুজ্জে।

[হুঁকা দিয়া বকের মত লম্বা পা ফেলিয়া প্রস্থান করিল]

[ভুবন রায় প্রবেশ করিলেন। সত্তারের উপর বয়স, গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, শীর্ণ মানুষটির সর্বাঙ্গে আভিজাত্যের ছাপ। পরিচ্ছদ এককালের মূল্যবান, এখন জীর্ণ, গায়ে কিছু ঢিলে; দুই এক জায়গায় রিপু এবং সেলাই দেখা যায়; সবই কিন্তু পরিচ্ছন্ন ধবধবে। হাতে রূপা বাঁধানো লাঠির উপর ভর দিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সেতাবের দিকে চাহিলেন]

রায়। অনেক দিন আগে দেখেছি। কিন্তু আপনিই জীবন মশায়?

[ঘাড় নাড়িলেন]

সেতাব। (প্রথমেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন) আজ্ঞে না, আমি মশায়ের বাল্য বন্ধু। আমার নাম সেতাব মুখুজ্জে।

রায়। ওঃ। কিছু মনে করবেন না, দীর্ঘদিন কলকাতাবাসী ছিলাম; চিনতে ঠিক পারছি না। মশায় কই?

সেতাব। আসবেন এক্ষুনি। বসুন আপনি।

[চেয়ারটা একটু টানিয়া দিলেন]

রায়। (বসিলেন না, চেয়ার একবার দেখিলেন, তারপর ঘরখানির দিকে ভাল করিয়া চোখ বুলাইলেন) এই কি সেই ঘর? হ্যাঁ, এই তো দেওয়ালে লেখা—লাভানং শ্রেয় আরোগ্যং। আরোগ্য নিকেতনের এই দশা হয়েছে!

সেতাব। উনি তো আর ঠিক চিকিৎসা করেন না।

রায়। হ্যাঁ, তাও শুনলাম এখানে এসে। অবশ্য, কলকাতায় থাকতেও কিছু কিছু শুনেছি। এক সময় খুবই খোঁজ রাখতাম। (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) কতদিন চিকিৎসা করছেন না? ছেলের মৃত্যুর পর থেকে?

সেতাব। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রায়। সেও বোধ হয় বিশ বৎসর। নিজের ছেলেরও শুনেছি নিদান হেঁকেছিলেন এবং শেষ কালেও কোন ওষুদ দেন নি। দুধ গঙ্গাজল দিয়েছিলেন।

[ঠিক এই মুহূর্তে জীবন মশায় প্রবেশ করিলেন। সেতাব স্তব্ধ হইল। রায়ও ফিরিয়া তাকাইয়া স্তব্ধ হইলেন]

মশায়। নমস্কার ভুবনেশ্বর বাবু। ওঃ, অনেক কাল পরে দেখলাম আপনাকে। বসুন আপনি। বসুন। কলকাতা থেকে দেশে এসেছেন শুনেছি। কিন্তু আমার যাওয়া হয় নি।

রায়। হ্যাঁ, দেশে থাকব বলেই এসেছি। শুনেছেন বোধ করি কিছু কিছু, ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে গেছে।

মশায়। বসুন আপনি।

রায়। (চেয়ারটার দিকে তাকাইয়া) বসব! হ্যাঁ, বসব বই কি! তা—

[পকেট হইতে রুমাল বাহির করিলেন]

মশায়। (নিজেই হুকে ঝুলানো একখানা গামছা লইয়া ঝাড়িয়া দিলেন চেয়ারখানা) বসুন।

রায়। (এমন ক্ষেত্রে যে হাসি লোকে স্বাভাবিক ভাবে হাসিয়া থাকে আত্মদোষ স্খালনের জন্য অপরাধ স্বীকার করিয়াই হাসিয়া বলিলেন) ধূলাতেই জন্ম, ধূলাতেই লয়, তবু সহ্য করতে পারি না। আজীবন সম্ভোগের মধ্যে থেকে—।

[অসমাপ্ত রাখিয়াই কথাটায় ছেদ টানিয়া দিলেন]

মশায়। ধুলোতে জন্ম ধুলোতে লয়ও সত্য—কিন্তু তবু মানুষের জীবনে ধুলো সহ্য হয় না রায় মশায়। আপনি লজ্জিত হবেন না। ধুলো, মাটি মাখে এক পাগলে, আর মাখে অজ্ঞানে। আর মাখে দরিদ্রজনে, সেও অনেক দুঃখেই মাখে। বসুন আপনি।

সেতাব। আমি এ বেলা যাই! ওবেলা আসব।

[প্রস্থান]

রায়। আমাকে ভাল করে দেখুন। দেশের মধ্যে আপনার নাড়ী জ্ঞানের অনেক খ্যাতি। লোকে বলে মৃত্যুরোগে আপনি নাড়ী ধরে মরণের পায়ের শব্দ শুনতে পান। আর মিথ্যা কথা নাকি আপনি বলেন না। নিজের ছেলের—

জীবন। হ্যাঁ, সেতাবকে আপনি যে প্রশ্ন করছিলেন আমি বাইরে থেকে শুনছিলাম। হ্যাঁ, নিষ্ঠুর বলে আমার খ্যাতি আছে। কিন্তু আপনার রোগটা কি?

রায়। রোগ আমার অনেক। দেশে আজ চব্বিশ বছর আসিনি। কিন্তু আমার কথা নিশ্চয় এসেছে। শুনেছেন নিশ্চয়, কলকাতায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলাম ব্যবসায়ে। ঝড়ের মত জীবন যাপন করেছি, এখন এই অবস্থা। নানান উপসর্গ। অল্প অল্প জ্বর, সর্বাঙ্গে ব্যথা; মধ্যে মধ্যে বাতের আক্রমণ; হজম হয় না,—তার উপর প্রায় সর্বস্বান্ত—

জীবন। পা দুটিতেও তো ফোলা রয়েছে। এ কতদিন থেকে হয়েছে?

রায়। এটা খুব সম্প্রতি দেখা দিয়েছে।

জীবন। দেখি আপনার হাত।

[হাত ধরিলেন]

রায়। (বলিয়া যাইতে লাগিলেন) আমাকে বাঁচাতে হবে আপনাকে। অন্তত আরও কয়েক বছর। আমার অনেক কাজ। বাইশটা মামলা ঝুলছে। আমার ছেলেরা আমাকে পরিত্যাগ করেছে। স্ত্রী গত হলেন। তারা আমার চরিত্রের উপর অভিযোগ করে সরে গেল। একাই ছিলাম। হঠাৎ কন্যাটি একটি কন্যা একটি পুত্র রেখে মারা গেল। জামাই বিবাহ করলে। কি করব? ওই নাতনী আর নাতিকে নিয়ে আবার সংসার পাতলাম। এখন—

জীবন। কন্যা আপনার ক'টি ?

ভুবন। একটিই। আপনার মনে আছে তা হ'লে। এইটির সঙ্গেই আপনার ছেলের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ করেছিলাম। তা—

জীবন। (বাধা দিয়া হাতখানি নামাইয়া) দেখি ও হাতখানি। (হাত দেখিতে লাগিলেন) বয়স কত হ'ল আপনার ?

রায়। সত্তর পার হ'লাম এবার। আমার অনেক কাজ। আঠারো বছরের নাতনী, তার বিবাহ। চৌদ্দ বছরের নাতি, তাকে মানুষ করা। এতগুলি মামলার মীমাংসা করা। অনেক কাজ—

জীবন। নাতনীটির বিবাহ দিয়ে ফেলুন।

রায়। বিবাহ দেব ? মাত্র আঠারো বৎসর বয়স। আরও একটু লেখা-পড়া শিখুক। উপযুক্ত পাত্র দেখি—

জীবন। কিন্তু আপনাকেও তো দায়-মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে হ'বে ! ওইটিই তো দায়। নাতি আছে, তার ভাগ্য আছে, পৌরুষ আছে।

[হাত ছাড়িয়া দিলেন]

রায়। কেমন দেখলেন বলুন ! বাঁচব কয়েক বছর ? পাঁচ সাত বছর ?

জীবন। সে কি বলতে পারি ? একদিনের কথা বলতে পারেনা কেউ তা পাঁচ সাত বছরের কথা।

রায়। খরচ করতে আমি পেছব না। মদ খাওয়া একেবারে ছাড়তে পারি নি, তবে কমিয়ে দিয়েছি। আরও কমিয়ে দেব। আপনি খুব ভাল ক'রে ওষুধ তৈরী করে দিন। যাতে এই সব উপসর্গগুলো যায়, কর্মক্ষমতা অন্তত বোধশক্তিটা থাকে ; আর পাঁচ সাত বৎসর বাঁচি।

জীবন। ওষুধ পত্র খেয়ে কি করবেন রায় মশায় ? আপনি চিন্তার কারণগুলো ঘুচিয়ে ফেলুন। তারপর চলে যান স্থানান্তরে, আমি বলি কাশী বা বৃন্দাবন চলে যান, তাতেই আপনার শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে।

রায়। (স্থির ভাবে মুখের দিকে চাহিয়া) কাশী বা বৃন্দাবন ?

জীবন। হ্যাঁ। যেখানে মনের শান্তি পাবেন।

রায়। দাঁড়ান, দাঁড়ান।

জীবন। বলুন।

রায়। তা হলে আপনি বলছেন—আমি আর বাঁচব না?

জীবন। জীবন মৃত্যুর কথা কেউ কি বলতে পারে?

রায়। আপনি পারেন। (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) আপনার পুত্র গত, কিন্তু আপনার পৌত্র পৌত্রী নিশ্চয় আছে, তাদের ভবিষ্যত ভেবে আপনার মনের অবস্থাব মতই আমার অবস্থা—

জীবন। না রায় মশায়। আমার বংশ শেষ হয়ে গেছে।

ভুবন। সে কি? আপনার পৌত্রটি—?

জীবন। আমার পুত্রের তো বিবাহ হয় নাই রায় মশায়। তার পূর্বেই সে গত হয়েছে।

রায়। সেকি, আমি শুনেছিলাম আপনার পুত্র গোপনে বিবাহ করেছে, তার সন্তান আছে। তাই আমি তার সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহের কথাবার্তা মধ্যপথে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আপনার ছেলের এক বন্ধু উপযাচক হয়ে এসে আমাকে বলে গিয়েছিল। আপনাব পুত্রের নাম নিয়েই সে অনুরোধ করেছিল, যেন এ প্রস্তাবে আমি আর অগ্রসর না হই।

জীবন। আমিও শুনেছিলাম। কিন্তু সত্য হলে সে কি আমাকে বা তার মাকে মৃত্যুকালেও বলত না?

রায়। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিযা) থাক সে কথা। কিন্তু আমার সম্পর্কে—

জীবন। দায় চুকিয়ে, বিরোধ মিটিযে আপনি তীর্থস্থানে চলে যান, নিশ্চিন্ত-মানস হোন, আনন্দে থাকুন, ভগবানকে ডাকুন। দেখবেন, ভাল হযে উঠবেন।

রায়। (পকেট হইতে পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া) আপনার দর্শনী।

জীবন। (হাত জোড় করিলেন) এই আরোগ্য নিকেতনে বসে রোগী দেখে দর্শনী নেওয়া আমাদের নিষেধ আছে রায় মশায়।

রায়। আপনি এটা রাখুন। আপনার এখানে অনেক গরিব রোগী আসে তো, তাদের পথ্য ওষুধের জন্যে দিয়ে দেবেন। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আপনি বলেন—আমার তীর্থে যাওয়াই উচিৎ। কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নেই !

জীবন। আমার মত তাই রায় মশায়।

রায়। নমস্কার।

জীবন। নমস্কার।

[প্রস্থান]

[জীবন মশায় টাকাটা হাতে লইয়া গুন গুন করিয়া গাহিতে লাগিলেন, আতর বউ প্রবেশ করিলেন। জীবন মশায় থামিয়া গেলেন]

আতর বউ। কি বলে গেল ভুবনেশ্বর রায়? তুমি ভাল করে জিজ্ঞাসা করলে না?

জীবন। কি ব'লে গেল ?

আতর। কথাটা তোমার কানেই যায় নি ? তুমি কি পাষাণ ?

জীবন। (হাসিয়া) ও খ্যাতি তো আমার বিশ্ববিদিত। কিন্তু হ'ল কি ? কোন্ কথার কথা বলছ ?

আতর। ভুবনেশ্বর রায় বলে গেলেন—উনি শুনেছিলেন, সতুর বিয়ের কথা, ছেলের কথা। কার কাছে শুনেছিলেন? তার নাম তার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে না, জানলে না ?

জীবন। ও। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) ও কথা ভুলে যাও। ও কথা সত্য হ'লে সত্যবন্ধু কি বলে যেত না ?

আতর। সে তো কোন দিন ভাবতে পারে নি, ভাবেনি যে সে বাঁচবে না !

জীবন। হঁ্যা। সে একটা কথা বটে ! সেও ভাবতে পারে নি ! বিচিত্র। নিজে পাশ করা ডাক্তার—তবু। কথাটা ঠিক। কথাটা যদি সত্যবন্ধু বুঝতে পারত বংশগত রোগটা মৃত্যুরোগ হ'য়ে দাঁড়াত না। ওঃ রোগ সত্বেও কি

অনাচার! মৃত্যুরোগ বিচিত্র আতর বউ! নইলে তুমি মা হ'য়ে, বৈদ্য বংশের মেয়ে হ'য়ে ছেলের রোগে কুপথ্য জোগাও!

আতর। (আহতের মত ফিরিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন) চুপ কর। আমি চলে যাচ্ছি। আমি চলে যাচ্ছি।

জীবন। যেয়ো না। তোমাকে আমি তিরস্কার করছি না আতর বউ। দোষও দিচ্ছি না। তুমি কি করবে? মৃত্যুরোগের ওসব হ'ল বিচিত্র নিয়ম। রোগীর ভ্রম, যে সেবা করে তার ভ্রম, যে চিকিৎসা করে তার ভ্রম। আরও অনেক কিছু হয়। যাক ও সব কথা। যা বলছিলাম—তাই বলি। কথাটা আজও তোমাকে বলিনি। সত্যবন্ধুর বিয়ের কথা আমার কানেও এসেছিল। খোঁজও আমি করেছিলাম। তাতে লজ্জাই সার হ'য়েছিল। সত্যবন্ধু বিবাহ করেনি। ডাক্তারি পড়তে পড়তে তার চরিত্র-দোষ ঘটেছিল। বিবাহটা গুজব। ভুলে যাও ওসব কথা।

[আতর বউ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন]

জীবন। আজ পঁচিশ বছর হ'য়ে গেল। তাও কেউ আসেনি। আতর বউ, সত্যবন্ধু বিবাহ করলে মৃত্যুকালেও অন্তত বলত। আমাকে না বলুক অন্তত তোমাকে বলত।

আতর। মৃত্যুকালে তার বাক বন্ধ হয়ে গেল। একেবারে হঠাৎ! কথা বলতে পারেনি। (হঠাৎ ক্ষোভ জাগিয়া উঠিল) তোমার মুখের দিকে চেয়ে কেঁদেছিল। তুমি এক ফোঁটা ওষুদ দাও নি। দুধ-গঙ্গাজল দিয়েছিলে।

জীবন। মৃত্যুকালে ওর চেয়ে ভাল ওষুদ আর আমাদের শাস্ত্রে নেই আতর বউ। পরলোক মুক্তি ওসবের কথা বলছি না। শেষটায় রোগীর বুকটা শুকিয়ে যায়, জ্বলে যায়, অনর্গল ঘামে শরীরের জলীয় অংশ বেরিয়ে যায় কিনা! তখন ওষুদ সে জ্বালা বাড়িয়ে দেয়। তাই ঠাণ্ডা পবিত্র জল আর দুধ দিই আমরা। জলই জীবন আর দুধ হ'ল অমৃত। ভিতরটা জুড়িয়ে যায়, শান্তি পায়। অনন্ত শান্তির—

আতর। (আরও ক্ষুব্ধ হইয়া) অনন্ত শান্তি, অনন্ত শান্তি! মৃত্যুতে অনন্ত শান্তি! দেখ, আমার হাতটা দেখ, বলে দাও—আমার সে শান্তি কতদূরে?

জীবন। তোমার দেহে রোগ নেই, নীরোগের নাড়ী দেখে মৃত্যুর কথা বলা যায় না। তবে না-দেখেই বলছি। দূরে। আমার মৃত্যুর পরে।

আতর। আজই যদি বিষ খাই।

জীবন। তা তুমি পারবে না। আতরবউ, আমার মমতায় তুমি আচ্ছন্ন। তাই বলছি আমার মৃত্যুর পর তোমার মৃত্যু।

আতর। তুমি বিধাতা। না তার চেয়েও তুমি বেশী। বিধাতার চেয়েও তুমি নিষ্ঠুর! তবে এও তোমাকে বলছি—সিঁদুর মুছে আমি যাব না। সিঁদুর নিয়েই আমি যাব।

[প্রস্থান]

[দাঁতু প্রবেশ করিল]

দাঁতু। হাতটা দেখ মশায়। কিছু-মিছু ওষুদ দাও। রোগটা আবার বেড়েছে। জল খেয়ে অম্বল। রাত্রে ঘুমুতে পারি না, হাঁপ ধরে। না-খেয়ে মরে গেলাম।

মশায়। ব'স। দেখি হাত। ওষুধ খেয়ে তুই কি করবি দাঁতু। লোভ থাকতে তো রোগ সারবে না।

দাঁতু। তা না সারুক। থাকুক। থাকুক। রোগও থাকুক। আমিও থাকি। আমি খাই। খেয়ে দেয়ে বেঁচে থাকি। তবে যাতনাটা না হয় এই করে দাও। শরীরং ব্যাধি মন্দিরং। ব্যাধি থাকবে বই কি!

মশায়। (হাসিলেন। হাত রাখিলেন) এই ওষুদ কিনে নিয়ে খা গিয়ে। তবে নিয়ম না করলে তুই সারবি নে।

[লিখিতে লাগিলেন]

[বাহির দরজায় মরি গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল]

মন জানে না মনের কথা দিশেহারা অভিমানে।
পরাণ কেঁদে সারা সখি মনের মানা নাহি মানে।
যার তরে সই পরাণ কাঁদে
তায় দেখিনা কুলের বাদে
চোখ দেখেনা নষ্ট চাঁদে, মন মজে হায় তারই ধ্যানে।
গরব রাধার রইল সখি, গরবিণী নাম ছুটেছে
পরাণ হল কাঙালিনী ধূলার তলে ওই লুটেছে।
শ্যাম সে কাঁদে রাধার তরে—
রাধা কাঁদে অঝোর ঝরে—
নয়ন জলের তুফান সখি যমুনাতে বয় উজানে।

[মশায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, দাঁতু চলিয়া গেল
মরি গান গাহিয়া চলিল,
গান শেষ করিয়া প্রণাম করিল]

মশায়। মরি। তাই বলি, মরি ভিন্ন এমন সুধাকণ্ঠ কার ?

মরি। মরি মরি করেও আমার মরণ হয় না। নাম আমার মরি, পুত্র-কন্যাশোকের বিষে গলায় গলায় পরিপূর্ণ বাবা, তবু আমি সুধা-কণ্ঠ। মরির ভাগ্যের আর কথা আছে !

মশায়। বিষ মধুর হয়েছে, মধু হবে, মরণ তোর অমৃত হবে, ভয় কি ?

মরি। ভয় অনেক বাবা, ভরসা শুধু আপনারা। তা বাবা আপনকার কাছেই যে একবার এলাম।

মশায়। আমার কাছে ? কেন, কি হল তোর ?

মরি। আমার নয় বাবা, আমাদের গাঁয়ের কন্যে, আপনার পড়শী চাঁহু মিশ্রর সেই বালবিধবা হতভাগী বউ—

মশায়। (চমকিয়া উঠিয়া) কে ? অভয়া মা ?

মরি। বাবা মশায়ের হতভাগীকে মনে আছে? ষোল বছর বয়সে কপাল পুড়িয়ে এ গাঁ থেকে চলে গিয়েছে।

মশায়। অভয়া—সে যে সীতা সাবিত্রীরে! তাকে কি ভুলতে পারি?

[কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন]

মশায়। অভয়ার কি হয়েছে মরি?

মরি। গুস্‌গুসে জ্বর, কাশি। দেখতে তো এমন কিছু নয় বাবা। তা হাসপাতালের নতুন ডাক্তার সেদিন আমাদের গেরামে গিয়েছিলেন—তাঁকে হাতজোড় করে বললাম মায়ের কথা। ডাক্তারের দয়া হল। দেখলেন। বললেন—রোগ সামান্য নয়, রাজরোগ যক্ষ্মা।

মশায়। যক্ষ্মা?

মরি। হ্যাঁ বাবা। তাই অভয়া মা বললে—মরি মা, তুই একবার মশায়ের কাছে যা। বলবি, ছেলেকালে আমার রূপ দেখে লোকে বলত রাজ রাণী হবে। তা হই নি, হয়েছিলাম ভিখারিণী। এবার রোগের দৌলতে রাজযোগটা ফলল। মশায় একবার এসে হাতটি দেখে আমার মরণকালটি বলে দেবেন। আর তাঁর সঙ্গে আমার কটা কথা আছে।

মশায়। মরি, আমি না-হয় যাব। কিন্তু চিকিৎসা? আমি তো আর ওষুদ পত্র রাখিনা রে।

মরি। ওষুদ? অভয়া মা ওষুদ খাবে? বাবা, হাসপাতালের দয়াল ডাক্তার বলেছে—আপনি আমার মায়ের মত। আমি সব বিনি পয়সায় করে দোব। এই আজই বাবা, আপনার কাছে আসছি, হাসপাতালের ছামনে দিয়ে, আমাকে ডেকে বললেন—মাকে আসতে হবে। কি কি সব পরীক্ষা করাবে। নবগ্রামের ভুবনরায়ের অসুখের চিকিৎসে ধ'রেছেন—রক্ত টক্ত পরীক্ষার জন্যে কাল পরশুতে শহর থেকে ডাক্তার আসবে—

মশায়। (ভুবনরায়ের নাম শুনিয়া বিস্ময়ে মরির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন) কে? ভুবনরায়? নবগ্রামের? হাসপাতালের ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাচ্ছেন?

মরি। হ্যাঁ বাবা—তিনি রয়েছেন হাসপাতালে, আমি দেখে এলাম। তা ডাক্তার বললেন—বষ্টুমী, তাঁকে একবার আসতে হবে হাসপাতালে, ওই ডাক্তার এলে। তা—অভয়া মা ও পথে হাঁটবে না বাবা। সে শুনে অবধি হাসছে। খালাস পাব। আপনাকে গিয়ে একবার হাতটি দেখে আসতে হবে। আর কি কথা আছে শুনে আসবেন।

মশায়। অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং
শেষাস্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যম অতঃপরম।

(তারপর বলিলেন) আমি কাল যাব মরি। কাল।

মরি। (প্রণাম করিল) আচ্ছা বাবা।

[প্রস্থান]

মশায়। (আপন মনে) অভয়ার সেই ছবি মনে পড়ছে! ওঃ, সে কি মূর্তি! কি কথা! ওঃ।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

অভয়া বিছানার উপর বসিয়া আছে। তাহার রোগের প্রাথমিক অবস্থা। অর্থাৎ রোগজীর্ণ অবস্থা নহে। শুধু শীর্ণতা এবং ক্লান্তির ছাপ পড়িয়াছে। তাহার সামনে বসিয়া আছে, প্রদ্যোত ডাক্তার। তরুণ, সুপুরুষ, বলিষ্ঠ যুবক। মুখে প্রতিভার ছাপ। পরনে কোট প্যাণ্ট।

প্রদ্যোত। থুতু পরীক্ষার ফলটা আসুক, তারপর একবার আপনাকে শহরে যেতে হবে, এক্সরে করাতে হবে। বুকের ভিতরের ছবি তুলে নেবে।

অভয়া। বুকের ভিতরের ছবি ?

প্রদ্যোত। সে সব কিছু ভাববেন না আপনি। তাতে কোন কষ্ট হবে না। কোন খরচপত্রও করতে হবে না আপনাকে। সরকারী খরচে যাতে সব হয়ে যায় তার ব্যবস্থা আমি করে দেব। এখন যা ওষুদ দিলাম তাই খান। একটি কাজ করতে হবে, খাটনির কাজ করতে পাবেন না। বিশ্রাম করতে হবে। রান্নাশালে একেবারে যেতে পারবেন না। দুধ-ছানা-ফল একটু ভাল করে খেতে হবে। আপনি হাসছেন মা ? কেন ?

অভয়া। আপনি—

প্রদ্যোত। আমাকে আপনি তুমি বলবেন। আপনাকে তো বলেছি—আপনি আমার মায়ের মত। আপনাকে দেখে মাকে মনে পড়ে আমার।

অভয়া। তুমি দীর্ঘজীবী হও বাবা। বংশের মুখ উজ্জ্বল কর, খুব বড় ডাক্তার হও। কিন্তু পাগল ছেলে, রান্না না করলে খাব কি ? কে আমাকে রান্না করে দেবে ?

প্রদ্যোত। কেন, ওই তো মরি বলে মেয়েটি রয়েছে।

অভয়া। বাবা, একালে আগেকার কালের বিচার উঠে যাচ্ছে। মানুষও মানুষের কাছে অচ্ছ্যুত নয়। কিন্তু আমি আর মরি দুজনেই সেকালের মানুষ। মরিও রান্না করে দেবে না, আর আমিও তা খেতে পারব না বাবা।

প্রদ্যোত। বেশ, আমি একটা কুকার পাঠিয়ে দেব। মরি মেয়েটি তাতে গুলের আঁচ দিয়ে দেবে; আপনি চড়িয়ে দেবেন আবার নামিয়ে নেবেন।

আর কিছু করতে হবে না। আর একটা কথা। ব্রত-পার্বনে উপবাসের বাড়াবাড়ি করতে পাবেন না।

অভয়া। বাঁচবার জন্যে ধর্ম ছাড়ব বাবা ?

প্রদ্যোত। উপবাসে ধর্ম হয় মা রুগ্ন শরীরকে কষ্ট দিয়ে,রোগকে বাড়িয়ে ?

অভয়া। না বাবা, তা হয় না। সে মানি। মশায় কাকা বলতেন—আতুরে নিয়মোনাস্তি। রোগের কালে আচার-নিয়মের হানি হলে পাপ হয় না। নেহাৎ মন না-মানে রোগ সারলে ভগবানকে স্মরণ করে প্রায়োশ্চিত্ত করে নিয়ো একটা।

প্রদ্যোত। (সোজা হইয়া বসিল) মশায় ? আপনাদের এখানকার জীবন মশায় ? এ কথাও তিনি বলেন নাকি ?

অভয়া। বলেন বই কি বাবা ! কত বড় বৈদ্য ! কি নাড়ী-জ্ঞান ! নাড়ী ধরলে—

প্রদ্যোত। মরণের পায়ের শব্দ শুনতে পান। আপনার স্বামীর রোগের প্রথম দিনেই নাকি বুঝতে পেরেছিলেন তিনি মারা যাবেন !

অভয়া। হ্যাঁ বাবা ! শুনেছ তুমি সে কথা ! শুনবে বই কি ! এখানে এসে, ডাক্তার মানুষ তোমরা, এত বড় বৈদ্যের কথা শুনবে বই কি !

প্রদ্যোত। আপনি বিধবা হয়ে মাছ খেতে পাবেন না, তাই আপনাকে নিমন্ত্রণ করে মাছের মুড়ো খেতে দিয়েছিলেন। আপনি বুঝতে পেরে উঠে এসেছিলেন—

অভয়া। ছিঃ ছিঃ বাবা, ছিঃ ছিঃ ! ওকথা মনে পড়িয়ো না আমাকে।

প্রদ্যোত। নিজের ছেলে—

অভয়া। থাক, বাবা, থাক ওসব কথা।

প্রদ্যোত। আশ্চর্য লোক, আশ্চর্য চিকিৎসা ! মৃত্যু ঘোষণা করে আনন্দ। নিদান। লোকটিকে দেখেছি দূর থেকে। পরিচয় হয়নি। করতেও ইচ্ছে নেই। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে হয়—পরিচয় করে জিজ্ঞাসা করি—কি আনন্দ এর মধ্যে উনি পান ? জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে—

[নেপথ্য হইতে মশায় ডাকিলেন]

(নেপথ্যে) মশায়। কই ? অভয়া মা কই ?

[মরি প্রবেশ করিল]

মরি। মশায় বাবা এসেছেন। অভয়া মা !

প্রদ্যোত। (উঠিয়া দাঁড়াইল) নিদান হাঁকতে এসেছেন ? আপনি ডেকেছেন ?

[মশায় প্রবেশ করিলেন। ডাক্তারকে দেখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন]

প্রদ্যোত। আপনি জীবন মশায় ? নমস্কার।

জীবন। নমস্কার। আপনি নতুন ডাক্তারবাবু ! দেখলেন অভয়া মাকে ?

প্রদ্যোত। দেখলাম। ভালই আছেন। রোগ টি. বি. বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থা।

জীবন। বেশ, বেশ। ভাল। আমিও দেখি। মরি বললে—মায়ের অসুখ, থাকতে পারলাম না, বৃদ্ধ বয়সেও ছুটে এলাম। নিজেই এসেছি আমি। উনি ডাকেন নি।

প্রদ্যোত। আপনি দেখুন। কিন্তু একটা কথা বলব আপনাকে। আমি জানি আপনার নিদান হাঁকার অভ্যাস আছে।

জীবন। হ্যাঁ। নিজের সন্তানের—

প্রদ্যোত। সংসারে অনেক নিষ্ঠুর পিতা আছে তারা পুত্রের মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু অপরের বেলায় এটা সামাজিক অপরাধ, নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা।

মশায়। (স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন) সামাজিক অপরাধ ? নিষ্ঠুরতা ? হৃদয়হীনতা ?

প্রদ্যোত। নিদান হাঁকার পর কখনও সেই সব রোগীর অবস্থার দিকে চেয়ে দেখেছেন আপনি ?

অভয়া। ডাক্তার, তুমি আমাকে মা বলেছ বাবা, ডাক্তার !

প্রদ্যোত। জয়গোপালপুরের বৃদ্ধ ভুবনেশ্বর রায় আমার কাছে এলেন, মনে হল ভদ্রলোক যেন কবর থেকে উঠে এসেছেন। বিবর্ণ যেন শব। শুনলাম আপনি তাঁকে তীর্থাবাসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে বলেছেন।

মশায়। উনি ছ' মাসের বেশী বাঁচবেন না ডাক্তারবাবু। ছ' মাসের মধ্যে ওঁকে যেতে হবে। ওঁর ভিতরটা কাল জরাজীর্ণ করে দিয়েছে। উনি বাঁচবেন না।

প্রদ্যোত। না, উনি বাঁচবেন। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির কথা আপনি জানেন না। দেশময় ছড়িয়ে গেলেও আপনার ভাঙ্গা আরোগ্য নিকেতনের ভিতরে গিয়ে সে খবর পৌঁছোয় নি। প্রয়োজন হলে গ্ল্যাণ্ড অপারেশনের ব্যবস্থা করব। উনি বাঁচবেন। আচ্ছা, আমি চললাম। (অভয়ার প্রতি) আপনাকে আমি যা বলেছি। আপনি ওঁকে ডেকেছেন। হাত ওঁকে দেখান। অন্য কেউ হলে আমি অবশ্য আর আপনাকে দেখতাম না। কিন্তু আপনার কথা আলাদা। উনি যা বলবেন বলুন; আমি আপনাকে ভাল করে তুলবার প্রাণপণ চেষ্টা করব।

[কয়েক পা চলিয়া গিয়া আবার ফিরিলেন]

(মশায়ের প্রতি) আপনাকে আবার আমি বলছি—এ যুগে এমন করে নিদান হাঁকবেন না। এটা মরার যুগ নয়, বাঁচার যুগ।

[প্রস্থান]

অভয়া। মশায় কাকা!

মশায়। মা।

অভয়া। আমাকে ক্ষমা করুন কাকা। আমি—

মশায়। (হাসিয়া) না, না, না মা। তোমার দোষ নেই। (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) এটা আমার প্রাপ্য ছিল। ডাক্তারটি শেষ কথা ক'টি বেশ বলেছে। এটা মরার যুগ নয়, বাঁচার যুগ! (কথাগুলি যেন নিজেকেই বলিতেছিলেন) মৃত্যুর গতি রুদ্ধ হবে? মৃত্যু থাকবে না? (হাসিতে হাসিতে) অথচ মৃত্যুভয়ে এত অধীর! তা হলে মৃত্যুই মরবে?

অভয়া। কাকা! কাকা!

মশায়। (যেন সচেতন হইয়া উঠিলেন) মা! ও! হ্যাঁ! অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম একটু।

অভয়া। বসুন কাকা।

মশায়। না মা। আজ আর বসব না।

অভয়া। আমার হাতটা দেখুন।

[হাত বাড়াইল]

মশায়। না মা, উনি তোমাকে মায়ের মত ভক্তি করছেন, যত্ন করে দেখছেন—

অভয়া। আপনি যে আমাকে বাপের মত স্নেহ করেন কাকা!

মশায়। (বসিলেন) মৃত্যু তোমার কাছে অমৃত তা আমি জানি। দেখি মা হাত।

[হাত ধরিলেন]

অভয়া। মরি মা, তুই একটু বাইরে যা। ক'টা কথা আমি বলব কাকাকে।

[মরি বাহিরে গেল]

অভয়া। আপনার কাছে ক্ষমা আমার চাওয়া হয় নি। আজ চাই।

মশায়। কেন মা? সেই নিমন্ত্রণ করে মাছ খাওয়ানোর কথা বলছ? সে তো আমার অপরাধ মা। আমি তোমাকে চিনতে পারি নি। তুমি অসাধারণ মেয়ে। সীতা সাবিত্রীর উত্তরাধিকারিণী। তুমি সাজানো থালা ঠেলে উঠে চলে গেলে। তখনও বুঝতে পারিনি। তবে আঁচ পেয়েছিলাম। সন্ধ্যায় চাঁদুকে দেখতে গেলাম, তুমি চট করে নেমে চলে এলে। আমি নিচে নেমে গলির মুখে প্রদীপ হাতে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তখনই চিনতে পারলাম। সে ছবি আমার আজও মনে রয়েছে। প্রদীপের আলো মুখে পড়েছে, সিঁথিতে সিঁদুর ডগডগ করছে, প্রতিমার মত রূপ, স্থির দৃষ্টি; আমাকে বললে—আপনার ছেলের মৃত্যু স্থির জেনে আপনার পুত্রবধূকে আপনি মাছের মুড়ো রান্না করিয়ে খেতে দিতে পারবেন?

অভয়া। আমি আপনাকে অভিসম্পাত দিয়েছিলাম।

মশায়। না মা। তুমি দেবীর মত দৈববাণী করেছিলে। আমরা নাড়ী দেখে মৃত্যুর কথা বলি, সব ক্ষেত্রে তা সত্য হয় না। তোমার মুখ দিয়ে সেদিন ভবিষ্যতের সত্য ভগবান আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। ক্ষমা চাইবার কিছু নেই মা। দেখি মা, ও হাতখানি।

[অপর হাত লইলেন]

অভয়া। সত্যবন্ধু-ঠাকুরপো আমাকে একটা কথা বলেছিল। কাকা, তার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বেঁচে থাকতে প্রকাশ করব না। আজ আপনি আমার নিদান বলে দিন, আমি কথাটা আপনাকে বলি। আপনার জানা দরকার। শুনেছি নিদানের পর বাঁচাটা আর বাঁচা নয়।

মশায়। (হাতখানি নামাইয়া দিয়া) মৃত্যুর কোন আভাস তোমার নাড়ীর মধ্যে নেই মা। আকস্মিক কোন রোগের কথা স্বতন্ত্র। এ তোমার যক্ষ্মা রোগ নয় !

অভয়া। যক্ষ্মা নয় ?

মশায়। না মা। ডাক্তার বাবুটির রোগ-নির্ণয়ে ভুল হয়েছে।

অভয়া। (মুখের দিকে চাহিয়া বিচিত্র বিষণ্ণ হাসিয়া বলিল) সে সন্দেহ আমার হয়েছিল মশায়-কাকা। আমার মরণ এত শিগগির হবে ? এত সহজে আমি মুক্তি পাব ?

মশায়। মুক্তি আর মৃত্যু তো এক জিনিস নয় মা। অমৃত না হ'লে মুক্তি হয় না মা। সে আসে পরিণত বয়সে ফলের পক্কতার মত। আর মৃত্যু, সে তো ঘুরেই বেড়াচ্ছে। তোমাকে ঘিরে রয়েছে। (হাসিলেন) বিষ খেলেই মানুষ মরে। কিন্তু সে তো তোমার জন্যে নয়। কিন্তু আমাকে যে কি বলবে বলছিলে মা !

অভয়া। মৃত্যু যে আসতে আসতে ফিরে গেল। বেঁচে থাকতে বলব না বলে কথা দিয়েছিলাম যে !

মশায়। কিন্তু মা, সেদিন যদি আমি না থাকি। বললে আমার কথাটা জানা দরকার!

অভয়া। হ্যাঁ, জানা দরকার। (পুরাতন ট্রাঙ্ক হইতে একটি ছবি বাহির করিল) আরও অনেক আগে জানানো উচিত ছিল। কিন্তু ঠাকুরপোকে আমি কথা দিয়েছিলাম, বেঁচে থাকতে একথা কাউকে বলব না। কাকা, ঠাকুরপো গোপনে বিয়ে করেছিল। তাদের একটি ছেলেও হয়েছিল। এই তাদের ছবি।

[ছবিটি মশাইকে দিলেন]

মশায়। মা!

[চীৎকার করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[আরোগ্য নিকেতন কক্ষ]

[জীবন মশায় বাহির হইতে ডাকিতে ডাকিতে আসিলেন—তাঁহার সে ডাকের কণ্ঠস্বর বিচিত্র ;—একটা আতঙ্ক রণরণ করিতেছে ; আবার আনন্দও রহিয়াছে ! আতরবউ তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিয়া গলবস্ত্র সহকারে শঙ্খধ্বনি করিয়া প্রণাম করিতেছিল]

(নেপথ্যে) জীবন। আতরবউ ! আতরবউ !

[জীবন মশায় প্রবেশ করিলেন]

জীবন। আতরবউ !

আতর। কি হ'ল ? একি ? একি মুখ তোমার ? তুমি থর থর করে কাঁপছ !

জীবন। ভয় পেয়েছি ? হ্যাঁ—তাও বোধহয় পেয়েছি ! কিন্তু আনন্দ, আনন্দও তো রয়েছে ! অন্ধকারের মধ্যে আলো ! নিরাশার মধ্যে আশা ! আতরবউ—অভয়া মা বললে—সত্যবন্ধু বিয়ে করেছিল, ছেলেও হয়েছিল। এই তার ছবি। মশায় বংশ নির্বংশ নয়। পরমানন্দ মাধব !

আতর। কি বললে ?

জীবন। বললে—। বললে—সত্যবন্ধু আমাদের বলে নি, তাকে বলেছিল—, বলেছিল সে আমাদের লুকিয়ে বিবাহ করেছিল ! তার—

আতর। আ-মা-দে-র—লু-কিয়ে—বি-য়ে করে ছি-ল ! তা-র—

জীবন। তা-র—

আতর। বল বল—তার সন্তান হয়েছিল—

জীবন। হয়েছিল। তুমি আমাকে তিরস্কার কর ! তুমি আমাকে বলেছিলে !

আতর। (ব্যাকুল হইয়া) এনে দাও। তাকে তুমি খুঁজে আন ! আমার শূন্য ঘর পূর্ণ করে দাও ! মশায় বংশের ভাঙ্গা পা—ট— !

[অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গেলেন]

জীবন। আতরবউ! আতরবউ! (তাহার কাঁধে হাত দিলেন) কি হল আতরবউ? ভেবো না, তুমি ভেবো না—আমি তাকে খুঁজে বের করে আনব—। পথে পথে খুঁজব। আতরবউ! ইচ্ছা ছিল শেষ বয়সে বৃন্দাবন যাব—বনে বনে খুঁজে বেড়াব পরমানন্দ মাধবকে। তাকে আমি আতরবউ তেমনি করে খুঁজব। সেই—সেই আমার—

[কণ্ঠস্বর উচ্চ হইয়া উঠিল]

আতর। না! এতজোরে কথা বলো না! কে কোথায় শুনবে!

জীবন। শুনুক, শুনুক, জানুক, সকলে জানুক!

আতর। না। মশায়—পরমানন্দ মাধবের ছদ্মবেশে যদি পাপ আসে মশায়?

জীবন। আতরবউ!

আতর। বংশধরের রূপ ধরে—বংশঘাতক আসে মশায়। যদি তার মধ্যে মশায় বংশের আশয় না থাকে! মশায় বংশের বউ আমি। মশায় বংশের পুণ্য তোমরা অর্জন করেছ, আমি যে তার রক্ষক, তার ঝাঁপি যে আমার হাতে, তুমি খোঁজ কর; গোপনে গোপনে খোঁজ কর। চোরের মত! চোরের মত! আমি চোরের স্ত্রীর মত অপেক্ষা করে বসে পথ চেয়ে থাকব!

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[নবগ্রামের নূতন হাসপাতাল। বারান্দার একপাশে ডাক্তারের আফিসের দরজা দেখা যাইতেছে। সামনেই বারান্দায় খানতিনেক চেয়ার ও ছোট টেবিল, খান দুয়েক বেঞ্চ। বারান্দায় নার্সেরা যাওয়া আসা করিতেছে। একটি নার্স থারমোমিটার উঁচু করিয়া দেখিতেছে। একটি নার্স মুখে একখানা কাগজ ধরিয়া দুই হাতে মাথার পোশাকটি বাঁধিতে বাঁধিতে চলিয়া গেল একজন জমাদার বারান্দার কাগজ, ফলের খোসা তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। ভিতরে হাসপাতালে বা ডাক্তারের কোয়ার্টারের মধ্যে রেডিয়োতে গানের শেষ অংশ শোনা যাইতেছে]

রেডিয়ো। "জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো।"

[এই দু'লাইনের পরই গান শেষ হইল এবং রেডিয়োতে টাইম সিগন্যাল হইবার পর ঘোষণা]

অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো। কোলকাতা কেন্দ্র থেকে বলছি। আমাদের প্রথম অধিবেশন এইখানে সমাপ্ত হ'ল। নমস্কার।

১ম নার্স। হোপলেস্—ঘড়িটা রোজ পাঁচ মিনিট স্লো যাচ্ছে। এর জন্যে রোজ আমি Appointment fail করি।

২য় নার্স। কে তোকে দিয়েছে ঘড়িটা?

১ম নার্স। যেই দিক তোর কি?

২য় নার্স। সে লোক ভাল নয়।

১ম নার্স। ভাল লোকের ঘড়ি বুঝি fast চলে?

২য় নার্স। Fast না চলুক অন্ততঃ slow চলে না।

১ম নার্স। যাঃ—

[মারিতে গেল]

[কম্পাউণ্ডিং রুম হইতে বাহির হইয়া আসিল শশী কম্পাউণ্ডার। গায়ের জামার বোতাম নাই, জামার পকেটে হুঁকো, কল্কে, তামাক, টিকে]

[শশী সুরে গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল]

"হরি দিন তো গেল সন্ধ্যে হ'ল"—

১ম নার্স। কম্পাউণ্ডার দা, কম্পাউণ্ডার দা, বেচারা হরিকে আর গানকে মেরে খুন ক'রো না, নরক হবে।

শশী। কি হবে,—কি হবে ?

১ম নার্স। নরক !

শশী। কার ?

১ম নার্স। তোমার।

শশী। আমার নরক ? সে গুড়ে বালি ! আমার স্বর্গের রথ আটকায় কোন —ব্যাটা—। এ-হে হে হে।

[পকেট হইতে হুঁকা পড়িয়া গেল]

১ম নার্স। (হুঁকা কুড়াইয়া পকেটে দিতে দিতে) এ ছাইপাঁশগুলো সব সময়েই সঙ্গে রাখতে হবে ?

শশী। এ ছাড়া পথ চলতে বারণ। বাবা শিখিয়ে গেছে—ছাড়তে পারি কখনো ? ছেলেদের বলেছি আমি মরলে আমার চিতায় যেন হুঁকো, কলকে, তামাক, টিকে দেয়—দেশলাইটা আর জ্বেলে দিতে হবে না—ও চিতার আগুনেই হবে।

১ম নার্স। উঃ—আবার খেয়েছো রেকৃটিফায়েড স্পিরিট ?

শশী। এতটুকু,—বেশী নয়—ওনলি টু আউন্স ! গা-গতর ব্যথা হয়েছিল।

[হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল]

২য় নার্স। ওনলি-টু-আউন্স রেকৃটিফায়েড কম হ'ল ? ওদিকে ওনলি-টু-আউন্স করতে করতে যে বোতল ফাঁক হ'ল।

শশী। এ্যভাকোয়া—জল—জল ! জল দিয়ে মাপ ঠিক ক'রে রেখেছি।

[আবার হাসিতে লাগিল]

১ম নার্স। ‘র’ খেয়েছো নাকি ?

শশী। ‘র’ ছাড়া শশী খায় না। হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ ইজ টু appreciate my merits ? গুণ বুঝবে কে ? কিন্তু এত গুজ্ গুজ্ কিসের ?

২য় নার্স। বলব কেন ?

শশী। ব'লো না ! কিন্তু আর না ! এখুনি বেরুবে—দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার—

১ম নার্স। With the tigress !

শশী। Tigress !

২য় নার্স। হ্যাঁ !

১ম নার্স। সেই জন্যই তো দাঁড়িয়ে আছি—

২য় নার্স। যুগল দেখব বলে।

শশী। যুগল ! ও—ভুবন রায়ের সেই নাতনী এসেছে বুঝি ?

১ম নার্স। আধ ঘণ্টা ; কথা আর ফুরুচ্ছে না !

২য় নার্স। সে তো ভাল কথা—বিয়ের ভোজ খাবে !

শশী। হ্যাঁ—হ্যাঁ ভোজ খাবি বৈকি ! পরের বিয়ের ভোজ খেয়েই তোর জীবন যাবে। তোর বিয়ের ভোজ আর কাউকে খেতে হবে না।

২য় নার্স। আচ্ছা দেখা যাবে খেতে হয় কিনা !

শশী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—দেখিস। আমিও তো আর এত শিগ্‌গির মরছি না। আমিও দেখব।

[বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল]

২য় নার্স। আরে ও শশীদা ! শোনই না ! কোথায় যাচ্ছ। আমার বিয়ের ভোজ না হয় নাই খেলে। আচ্ছা লীলাদির বিয়ের ভোজ কবে নাগাদ খাওয়া যাবে বলতে পার ?

শশী। (লীলার দিকে অগ্রসর হইয়া) না-না—তোরা আর আমায় মায়ায় জড়াসনি রে—আমি যমুনায় যাই। যমুনার জল আমায় ডাকছে।

১ম নার্স। ওমা, সেকি গো, যমুনায় যাবে কিগো—জল ডাকছে কিগো ? তোমার কি মাথা খারাপ হ'লো ?

শশী। জল ফেলে জল ভরতে যাব—উস্, বেরুচ্ছে—বেরুচ্ছে।

[সকলের প্রস্থান]

[মঞ্জু ও প্রদ্যোতের প্রবেশ]

প্রদ্যোত। কোন চিন্তা কোরো না। উনি ভাল হ'য়ে গেছেন।

মঞ্জু। আমরা তো বুঝছি। চোখে দেখছি। কিন্তু উনি যে সেই ধরেছেন—ছ মাস, জীবন মশাই বলেছেন ছ মাস।

প্রদ্যোত। আজ ছ মাস পার হ'ল। তার জন্যেই আমি আবার রক্ত থেকে সব পরীক্ষা করিয়েছি। রিপোর্ট তুমি নিজে দেখলে (ঘড়ি দেখিয়া) চারুবাবু ডাক্তারের আসবারও সময় হয়ে এল। আমার কথায় বিশ্বাস করে কাজ কি ? উনিও বললেন।

মঞ্জু। আপনার কাছে এ ঋণ আমাদের শোধ হবার নয়, বিশেষ ক'রে আমার আর দীপেনের।

প্রদ্যোত। উনি তোমাদের বড্ড ভালবাসেন। হাসছ যে ?

মঞ্জু। না। উনি ভালবাসেন নিজেকে, ভালবাসেন ভোগকে, ভালবাসেন বিষয়কে। এই অবস্থাতেও বিষয় নিয়ে নিত্য নূতন মামলা করছেন।

[উত্তেজিতভাবে বলিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। তার এক মুহূর্ত পর বলিল]

আচ্ছা, আমি চলি।

[প্রস্থান]

[চলিতে সুরু করিল। প্রদ্যোত তাহাকে আগাইয়া দিবার জন্যই অনুসরণ করিল। একজন নার্স বারান্দা দিয়া আসিয়া একটা ঘরে ঢুকিল এবং একশিশি ওষুদ লইয়া ঝাঁকি দিয়া একবার থামিয়া ডাক্তার ও মঞ্জুর গমনপথের দিকে চাহিয়া বক্রভাবে হাসিতে ভুলিল না]

(নেপথ্যে) প্রদ্যোত। নমস্কার চারুবাবু। আসুন। আপনার পথ চেয়ে রয়েছি আমি।

[উভয়ের প্রবেশ]

প্রদ্যোত। (পকেট হইতে ক্লিনিক্যাল রিপোর্ট বাহির করিয়া চারুবাবুর হাতে দিয়া) দেখুন ব্লাড রিপোর্ট। এইটে আগেরটা। এইটে এখনকার।

[চারুবাবুর বয়স পঞ্চাশের উপর। কাঁচা-পাকা গোঁফ। মুখে চুরোট, চোখে চশমা]

চারু। (বাঁ হাতের তর্জনী ও বুড়া আঙ্গুল দিয়া চুরোটটি ধরিলেন। ডান হাতে রিপোর্টটি ধরিয়া) মাই গ্যাড! ও-যো-ণ্ডর ফুল! মাই গ্যাড! মিরাকেল! গ্রে-ট চেঞ্জ!—এঁ্যা?

প্রদ্যোত। ফোলা টোলা একেবারে সেরে গেছে। রুগীকে দেখে আর চিনতেই পারবেন না। দেখবেন—ভুবন রায়ের বয়েস দশ বছর কমে গেছে।

[ইতিমধ্যে বারান্দায় উঠিয়া চেয়ার পাতা ছিল সেই চেয়ারের কাছে আসিলেন। ওদিক হইতে কয়েকজন আউট-ডোর পেশেণ্ট বাহির হইয়া গেল]

প্রদ্যোত। বসুন। গোপাল! গোপাল! চা নিয়ে এস। তুমি কোরো না, মাকে বল, নিজে ক'রে দেবেন।

চারু। (বসিয়া) দ্যাটস্ গুড। মনটা চা, চা, করছিল।

প্রদ্যোত। এই দেখুন স্টুল, ইউরিন রিপোর্ট।

চারু। (লইয়া দেখিলেন) ওয়াণ্ডারফুল! মাই গ্যাড! এ যে অদ্ভুত কাণ্ড প্রদ্যোতবাবু! করেছেন কি আপনি! মাই গ্যাড! হুঁ! কিন্তু ব্লাড প্রেসার? ওটা কেমন আছে?

প্রদ্যোত। এই যে প্রেসার চার্ট!

চারু। গুড, গুড! ভেরী গুড! কিন্তু মদ্যপান?

প্রদ্যোত। করেন। তবে নিয়মিত। He wants to live Charu Babu! অবশ্য সংসারে মরতে আর কে চায়—বলুন। তবে ভুবন রায়ের মত বাঁচতে চাওয়া আমি দেখিনি। নইলে অবশ্য বাঁচাতে পারতাম না। ওঃ—জীবন মশায় ওকে যেদিন বলেছিলেন—ছ' মাসের বেশী বাঁচবেন না—আপনি, আপনি তীর্থে চলে যান—সেদিনের ওর অবস্থা আপনি দেখেন নি। বললেন, জীবন সেন আমাকে বলেছে—

চারু। Yes—Yes—Yes ; that's right. জীবন সেন বাঁচতে পারে বললেও মরেছে, কিন্তু যাবে বললে বাঁচে নি কেউ।

প্রদ্যোত। শুনেছি, কিন্তু আগের দিনে আর এখনকার দিনের মেডিকেল সায়েন্সে অনেক প্রভেদ। আজকের যুগ বাঁচার যুগ—মরার যুগ নয়। এই কথাই আমি সেদিন ভুবন রায়কে বলেছিলাম। আপনাদের জীবন মশায়কেও বলেছিলাম। উনি আমাকে বললেন—ভুবন রায়ের দেহ ধারণের শক্তি আর ছ'মাস। উনি তাঁর বেশী আর বাঁচবেন না ডাক্তার বাবু। আমি বলেছিলাম—বাঁচবেন, ওঁকে আমি বাঁচাব।—

[গোপাল চা আনিয়া নামাইয়া দিল]

চারু। (চা লইয়া চুমুক দিয়া রাখিয়া) সত্য বলতে প্রদ্যোতবাবু—প্রথম যখন আমাকে কল দিয়েছিলেন কনসাল্টেশনের জন্য—তখন আমিও প্রত্যাশা করতে পারি নি। Yes, Yes, আমি আশা করিনি, লোকটার দেহ যেন পচ-ধরা কুমড়োর মত থস্‌থস্‌ করছিল। তবু ডেকেছেন, আপনি আশা নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে চিকিৎসা করছেন—আশার কথা বলেছিলাম। কিন্তু মনে মনে না-ই বলেছিলাম। কারণ gland implantation হ'লে কথা ছিল, সে সব মিরাকেলের কথা পড়েছি। কিন্তু gland extract-এ এমন ফল হবে—। (ঘাড় নাড়িলেন) মাই গ্যাড! ওয়াণ্ডারফুল! মিরাকেল!

প্রদ্যোত। আমার ইচ্ছা ছিল—উনি ভিয়েনা যান, গ্ল্যাণ্ড অপারেশন করিয়ে আসেন। কিন্তু ওই জীবন মশায়ের নিদানের ভয়। আগে ছ'মাস পার হোক। আজ ছ'মাস পার হল। এখনও ভদ্রলোক ভয় করছেন, বলছেন—এ সপ্তাহটা যাক। জীবন সেন বলেছে।

চারু। Yes, yes, yes, আপনি জীবন মশায়ের নিদান ব্যর্থ করে দিয়েছেন। yes,—y-e-s !

প্রদ্যোত। সেই জন্যই আজ আপনাকে ডেকেছি, আগাগোড়া নতুন ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্ট আনিয়েছি। আপনি তাকে চোখে দেখবেন, নতুন মানুষ দেখবেন ভুবন রায়কে। ভুবন রায়কে বলবেন—জীবন মশায় ভগবান নন। (প্রদ্যোত উঠিয়া দাঁড়াইল) ওঃ ভদ্রলোক প্রায়ই আমাকে বলেন—

জানেন, জীবন সেন নিজের ছেলের নিদান হেঁকেছিলেন। উনি নাড়ী ধরে—নির্ভুল রোগ বলে দেন। মৃত্যু-রোগ হলে নাড়ীতে মৃত্যুর পায়ের শব্দ শুনতে পান। (পুনরায় বসিল) আমি ওঁকে বলেছি। রায় মশায়, আমি যদি সেদিন থাকতাম—তবে ওঁর ছেলেকে বাঁচাতাম। তখনই জীবন সেনের নিদান ব্যর্থ করে দিতাম।

[চারুবাবু কথা বলিতে সুরু করিলেন—ইহারই মধ্যে একজন নার্স ইনজেকশন সিরিঞ্জের বাক্স ও একটা শিশি হাতে লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। প্রদ্যোত তাহার দিকে চাহিয়া ওই দুইটি হাতে লইল]

চারু। সত্যবন্ধু বাবুর কেসটা কিন্তু আলাদা প্রদ্যোতবাবু। ভুবন রায় বাঁচতে চেয়েছে, সত্যবন্ধুবাবু নিজে মৃত্যুকে যেন ডেকেছিলেন। মাই গ্যাড! ওঃ নিজে ডাক্তার হ'য়ে—রোগের উপর এমন অত্যাচার—এমন উপেক্ষা—মাই গ্যাড! আমি আর দেখিনি।

প্রদ্যোত। তার পিছনেও কোন কারণ থাকতে পারে চারুবাবু। তাঁর ওই নিষ্ঠুর পিতার এমন কোন আঘাত থাকতে পারে যাতে তিনি বাঁচতে চান নি।

চারু। মাই গ্যাড! আপনি জীবন মশায়ের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে গেছেন। না—না—না। সেন মশায় খারাপ লোক নন। তবে হ্যাঁ—ওঁদের পুরনো কালের মতটাই বিচিত্র।

প্রদ্যোত। ঠিক তাই। যেমন কাল যেমন দেশ—তেমনি তার চিকিৎসক।

চারু। ও সব কথা থাক প্রদ্যোতবাবু। চলুন আপনার রোগী দেখে আসি। You have won the battle. Yes—yes, yes. চলুন।

প্রদ্যোত। আজ আমার ইচ্ছে হচ্ছে চারুবাবু, মশায়কে একটা কল দি। কিম্বা ভুবন রায়কে সঙ্গে নিয়ে ওর ওখানে যাই—ভুবন বাবুকে দেখিয়ে বলি—দেখুন, আপনি মৃত্যু ঘোষণা করেছিলেন—কিন্তু ভুবন বাবু মরেন নি। বেঁচেছেন। আমি বাঁচিয়েছি।

[চাকরের প্রবেশ]

চাকর। মা একবার ডাকছেন। একটা কথা শুনে যেতে বললেন।

চারু। আপনার মা? yes, yes; আমি এগিয়ে চলি। আপনি শুনে আসুন।

[প্রস্থান]

মা। তোমার কথা আমার কানে গেল প্রদ্যোত; আমি তোমাকে আর একবার মনে করিয়ে দিতে এলাম। এত রাগ ভাল নয় বাবা। এ তুমি করো না।

প্রদ্যোত। মা। যে লোক—

মা। বুঝতে পেরেছি তোমার ক্ষোভ। কিন্তু ওতে ওই বৃদ্ধের চেয়ে অপমান তোমার হবে বেশী। তোমার বংশের অপমান হবে।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[আরোগ্য নিকেতন]

[অপরাহ্ণ বেলা। আকাশে মেঘ। যাহারা বাহির হইতে আসিতেছে তাহাদের হাতে ছাতা। জীবন সেন ও সেতাব মুখোপাধ্যায়, মধ্যে দাবার ছক পাতা। মরি বৈষ্ণবী গান গাহিতেছে। গানের মধ্যে পরান সেখ একটি ঝুড়িতে ঘি, ময়দা, গুড়, ঘিয়ের টিন, ছোট গুড়ের হাঁড়ি এবং তাহার সঙ্গে চারিটি পাকা তাল লইয়া প্রবেশ করিল। পরান সেখ গ্রাম্য মাতব্বর লোক। গায়ে পিরান, মাথায় টুপি। পায়ে জুতা, পরনে লুঙ্গি। জিনিষ বহিয়া আনিয়াছে একজন ব্রাহ্মণ। নামাইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল]

জয় ব্রজরাজ কোঙর
গোকুল উদয় গিরি চাঁদ উজোড়

[গান শেষে সকলেই কপালে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম করিল]

জীবন। জয় ব্রজরাজ কোঙর! জন্মাষ্টমীর দিনটা আজ সার্থক ক'রে দিলি মরি বৈষ্ণবী। গোবিন্দ তোকে দয়া করুন!

[মরি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইল]

পরান। আল্লা! আল্লা! আল্লা! লা ইলাহি ইলাল্লা! জীবন মশায় ছাড়া এমন বাক্যি জানে কে? বলে কে? আর বষ্টুমী গাইলে বটে! বলিহারি বলিহারি!

জীবন। কিন্তু তুমি এ সব কি এনেছ খাঁ? ওরে বাপরে,—এ যে অনেক গো!

পরান। আপনকার ঘরে জন্মাষ্টমীর পরব চিরকাল হ'য়ে আসছে। সকালে এসেছিলাম—শুনে গেলাম—হবে না ইবার; নমো নমো ক'রে সারতে কইলেন—ইন্দিরকে। মনটাতে বড়ই দুঃখ লাগল। তাই নিয়ে এলাম। ইন্দির, ইন্দির! অ-ইন্দির। ই গুলা নিয়ে যা বাপজান। কোথায় গেল ইন্দির।

[ভিতরের দিকে খুঁজিতে গেল]

জীবন। (গভীর স্বরে বলিলেন) পরমানন্দ মাধব। পরমানন্দ মাধব। পরমানন্দ মাধব হে।

মরি। অভয়া মাও ঠিক তাই বললেন বাবা-মশায়। সকালবেলা ওষুদ নিতে এসে আমিও তো শুনে গেলাম, খাঁ যা বললে। ফিরে গিয়ে অভয়া মাকে বললাম। মা বললে—তা তো হ'বে না মরি মা, মশায় কাকার ঘরে জন্মাষ্টমী তো শুধু ভগবানের পূজা নয়—জন্মাষ্টমী যে সত্যবন্ধু ঠাকুরপোরও জন্মদিন! তারপরে যাঁতায় ময়দা পিষিয়ে তেল তাল গুড় জোগাড় করে বললে, চল যাব।

জীবন। গোবিন্দ গোবিন্দ! অসুখ শরীর নিয়ে অভয়া এল কেন?

মরি। না বাবা অসুখ আর নেই। মা বেশ সেরে উঠেছে।

জীবন। না না। পাঁচখানা রোগ মিলে বড় জটিল হয়ে উঠেছিল। ওর আরও বিশ্রাম দরকার। আর আর—

[চঞ্চল হইলেন, কিছু বলিতে পারিলেন না; কথাটা—সত্যবন্ধুর স্ত্রী-পুত্রের কথা। তিনি সে কথা আতরবউকে আজও বলেন নাই। অভয়া সেই কথা পাছে বলে—চঞ্চলতা তাঁর সেই জন্য]

মরি। ভাববেন না বাবা, উনোন-শালে যেতে তাকে হবে না। সে লোক পথে জুটে গিয়েছে। আমাদের দাঁতু ঘোষাল। কোমর বেঁধে দাঁতু লেগে গিয়েছে বাবা।

[সেতাব সমস্তক্ষণ ধরিয়াই দাবা চালিয়া যায়। কথা সে কম কয়। মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া কথাবার্তা শোনে, আবার মুখ নামাইয়া দাবা চালে। এতক্ষণে সে কথা বলিল। একটা বল তুলিয়া অন্য বল মারিতে গিয়া হাত তুলিয়া রাখিয়াই বলিল]

সেতাব। সর্বনাশ। দাঁতু লেগে গিয়েছে? থক থক ক'রে কাশবে—আর গয়েরের ছিটে—;—রাধে! রাধে! রাধে! বারণ কর। আমি যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি!

[ইন্দির ও পরানের প্রবেশ]

পরাণ। লে বাবা। ই-গুলান ভিতরে নিয়ে যা। আমি কাল এসে চ্যাঙাড়ীটা নিয়ে যাব।

[ইন্দির তুলিল। পরান প্রস্থান করিল]

সেতাব। চল। আমি যাই। দাঁতু লুচি ভাজবে, বড়া ভাজবে! রাধা মাধব হে!—চল।

[উভয়ের প্রস্থান]

জীবন। ইন্দির! (ইন্দির ফিরিল) আতর বউ—আতর বউ কি করছে রে?

ইন্দির। কাঁদছেন।

[প্রস্থান করিল]

জীবন। মরি।

মরি। বাবা।

জীবন। তুই যা। অভয়াকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বল—

[স্তব্ধ হইয়া ভাবিলেন]

মরি। কি বলব বাবা?

মশায়। কিছু না; তুই যা।

[মরির প্রস্থান]

জীবন। পরমানন্দ মাধব। হে পরমানন্দ মাধব! যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যু।

[কিশোর প্রবেশ করিল। পঁয়তাল্লিশ বৎসরের রূপবান প্রৌঢ়। পরনে শুদ্ধ খদ্দর। এখানকার বিশিষ্ট দেশকর্মী—সর্বজনের সম্ভ্রমের পাত্র]

কিশোর। মশায়।

জীবন। (চমকিয়া উঠিলেন) কিশোর! এসেছ? কবে এলে কলকাতা থেকে?

কিশোর। আজই দুপুর বেলা।

জীবন। কাল তোমার ফেরার কথা ছিল।

কিশোর। ফিরলে কি কালই আসতাম না? আপনার মনের অবস্থা তো জানি মশায়!

জীবন। হ্যাঁ। এ আমার হয় মৃত্যু নয় অমৃত। বল, কিশোর—কি বলবে বল?

কিশোর। কি বলব ঠিক বুঝতে পারছি না। সত্যবন্ধুদা মেডিকেল কলেজে পড়বার সময় একটি নার্স মেয়েকে ভালবেসেছিলেন। মেয়েটিকে বিবাহ করবও বলেছিলেন। তারপর—

জীবন। তারপর কিশোর? তারপর?

কিশোর। মেয়েটি সন্তান-সম্ভবা হয়।

[আতর বউ আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁর হাতে একখানা ছোট ফটো। কিশোর স্তব্ধ হইল]

আতর বউ। (তাঁহার মুখে জলের ধারার চিহ্ন) আমি জানি—আমি জানতাম। আমার মন বারবার বলেছিল। শেষ সময়ে তার বাকবন্ধ হয়েছিল। সে বলতে পারে নি।

কিশোর। আমি অন্য সময় আসব মশায়। এখন আমি যাই।

আতর। তুমি কি আমাকে লুকুতে চাচ্ছ বাবা?

কিশোর। কোন খোঁজ আমি পাই নি। কি বলব?

জীবন। না। তুমি সবই বল কিশোর। অসঙ্কোচে বল। লজ্জাকে ভয় ক'রে আমি এ খোঁজ করিনি—সত্যকে প্রকাশ ক'রে আমার সেই লজ্জার সব আড়াল তুমি আজ ভেঙ্গে দাও। বহু পুরুষের সাধনায় দেবীপুরের সেনেরা মহৎ আশয় অর্জন ক'রে মশায় উপাধি পেয়েছিল। সেই আশয়—সত্যবন্ধু নিঃশেষে কেমন ক'রে কলকাতার পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে গিয়েছে, তুমি বল সে কথা।

আতর। বল কিশোর, বল বাবা। শুনব আমি।

কিশোর। সত্যবন্ধুদা বিয়ের একটা ভান করেন। কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেন। তারপর একটি সন্তান হয়। সত্যবন্ধুদা পাশ করলেন; তখন বাধল দু'জনের মধ্যে ঝগড়া। মেয়েটি সত্যবন্ধুদার সঙ্গে এখানে আসতে চেয়েছিল—সত্যবন্ধুদা বলেছিলেন—না, তা হয় না। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম—তোমাকে নিয়ে বাবার কাছে যেতে পারব না।

জীবন। ভিন্ন ধর্ম? ভিন্ন জাতি?

কিশোর। ঠিক জানতে পারিনি মশায়। কেউ বলে ব্রাহ্ম। কেউ বলে ক্রশ্চান।

জীবন। তারপর?

কিশোর। এরপর মেয়েটি নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায়। কেউ বলে—

[আতর ছবিটি ছিঁড়িয়া ফেলিল]

জীবন। ছিঁড়ে ফেললে ছবিখানা?

আতর। ফেললাম। (চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিলেন) তুমি আমায় ক্ষমা ক'র। আর আমি কোন দিন নাম করব না। কাঁদব না। মশায় বংশ নির্বংশ। অপরাধ আমার, আমার গর্ভের। (বাড়ির ভিতরে ঝন ঝন শব্দে কি পড়িয়া গেল) কি হ'ল? কি পড়ল?

[তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন]

জীবন। ইন্দির! ইন্দির!

কিশোর। আমি যাই মশায় আজ।

[ইন্দিরের প্রবেশ]

ইন্দির। বাসন পড়ে গিয়েছে। হাসপাতালের সেই যে নতুন ডাক্তারবাবু—তাঁর মা জন্মাষ্টমীর উপোষ করেন। আমাদের বাড়ি জন্মাষ্টমীর পুজো হয় শুনে পুজো দিতে এসেছিলেন। তাঁরই হাত থেকে থালাটা পড়ে গিয়েছে। উপোস ক'রে আছেন—তার ওপর টিপি টিপি জলে—পেছল মাটি, পড়ে যেতেন; তা অভয়া ঠাকরুণ খুব ধ'রেছেন।

জীবন। নতুন ডাক্তারের মা আমার বাড়িতে?

কিশোর। আপনার সঙ্গে নতুন ডাক্তারের কি হয়েছে মশায়? শুনলাম আপনাকে নাকি খুব কটু কথা বলেছে—

জীবন। (হাসিয়া) বলেছে—এটা মরার যুগ নয়, এটা বাঁচার যুগ। আমি নাকি মরার যুগের চিকিৎসক!

কিশোর। আমি শুনতে চাই মশায়। আপনাকে অপমান করবে এখানে এসে—সে আমি সইব না। বলুন কি হ'য়েছে ?

জীবন। বলব আর একদিন। কিন্তু ভুবন রায়কে সে নাকি বাঁচিয়েছে কিশোর। আশ্চর্য চিকিৎসা করেছে। চল তোমাকে একটু এগিয়ে দিই।

[বলিতে বলিতেই দুজনে বাহির হইয়া গেলেন]

[অভয়া এবং ডাক্তারের মায়ের প্রবেশ]

অভয়া। আশ্চর্য। তোমার মুখ আমার এমন চেনা মনে হচ্ছে! অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছিনে। আশ্চর্য !

সুধা। জন্মেছিলাম কলকাতায়, তারপর চলে গিয়েছিলাম ঢাকায়। ছেলে ডাক্তারি পাশ করলে—চাকরি নিয়ে এখানে এল—সঙ্গে এসেছি। আমাকে তুমি কোথায় দেখবে ভাই ?

[আতর বউয়ের প্রবেশ]

আতর। আমার কত ভাগ্যি—আপনি আমার বাড়ি এসেছিলেন। কিন্তু কোন আদর যত্ন করতে পারলাম না। উল্টে পা পিছলে গেল ; পূজোর সামগ্রী পড়ে গেল ! কিন্তু ওর জন্যে মনে কোন কিন্তু রাখবেন না মা। আমি আপনার পূজো নতুন ক'রে দিয়ে দেব। কোন অকল্যাণ হবে না।

সুধা। তাই দেবেন। হয়তো তাই আপনাদের ঠাকুরের ইচ্ছে। আমার হাতের পূজো নেবেন না।

আতর। না—না—না। তাই কি হয় ? ঠাকুর পূজো নেবেন না—এ কি হয় ?

সুধা। কি জানি ! হয়তো আমার পূজো আনাটা ঠিক হয় নি। এককালে আমরা জাত ধর্ম মানতাম না ! শিশু ছেলে কোলে নিয়ে বিধবা হ'য়ে —মনের পরিবর্তন হল। ডেকে সেই অবধিই আসছি। কিন্তু মন্দিরে আজও পর্যন্ত যাই নি। এই প্রথম। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছিলাম

আপনাদের ঠাকুরকেই পূজো দিচ্ছি। তাই এসেছিলাম। তা—দেখলাম আমার পূজো তিনি নিলেন না।

[কথাটায় সকলেই কয়েক মুহূর্তের জন্য অভিভূত হইয়া গেলেন। তারপর প্রথমেই কথা বলিলেন —ওই সুধা দেবী]

সুধা। আচ্ছা মা, আজ আসি। শরীরটা আমার খারাপ মনে হচ্ছে।

আঁতর। ইন্দির। অ-ইন্দির! ওঁর গাড়িটা দেখ বাবা। ইন্দির!

[প্রস্থান]

[তাহার পিছন পিছন সুধাদেবীও প্রস্থান করিলেন]

অভয়া। আশ্চর্য! যেন কত চেনা!

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[মশায়ের আরোগ্য নিকেতনের পিছন দিকে পথের ধারে একটি গাছতলা। নির্জন স্থান গাঢ় অন্ধকার। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে]

জীবন। না না। ওতে আমার অপমান হয় না কিশোর। আর অপমান ও করেও নি। নতুন বয়স। নতুন বিদ্যা—তার তো প্রকাশের একটা স্বভাবধর্ম আছেই। এ তাই। সকালে যে সূর্য ওঠেন—তাঁর তেজ সন্ধ্যার সূর্য থেকে একটু প্রখরই হয়। প্রখর হলেই উগ্র হবে। এখনও সব কথা বোঝবার বয়স হয় নি।

[কথাটা শেষ করিয়াই চারিপাশের প্রতি সজাগ হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন]

কিন্তু কথা বলতে বলতে এ কোন পথ ধরলে কিশোর? এই বৃষ্টি মেঘ—অন্ধকার, ভাদ্র মাস! না—না—না—! কোথায় সাপ খোপ থাকবে।

কিশোর। টর্চ আছে আমার সঙ্গে। গাড়ির পথটা অনেকটা ঘুর পথ। এ চট ক'রে চলে যাব।

জীবন। (হাসিয়া) হ্যাঁ। চিরকালটাই রাম লক্ষ্মণের পথ ধরেই চললে।

কিশোর। শিক্ষাটা কিন্তু আপনার কাছে।

জীবন। আমার কাছে?

কিশোর। আপনার মনে নেই। থাকবার কথাও নয়। আমার তখন বারো চৌদ্দ বছর বয়স। সেবার দেশে খুব মড়ক। আপনি পথ ছেড়ে মাঠে মাঠে যাচ্ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মাঠে মাঠে যাচ্ছেন কেন? আপনি বলেছিলেন—কিশোরচন্দ্র—আমার সঙ্গে একটু এস—তোমাকে তা হ'লে একটা গল্প বলি। বলেছিলেন—রামচন্দ্রের তাড়কা রাক্ষসী বধের কথা। বলেছিলেন—ভরত নিরাপদে তিনদিনের পথে যেতে চেয়েছিল—তাতে অন্তত আর দু'টি দিনে অনেক মানুষ বিপন্ন হত। তাড়কা রাক্ষসীও মরত না। রামচন্দ্র একদিনের পথে গিয়েছিলেন। তাতে অনেক মানুষ বেঁচেছিল। বাবা—কত লোক অসুখের মধ্যে

উৎকণ্ঠায় রয়েছে। এখন রামলক্ষ্মণের পথ ছাড়া আমার পথ নেই। সেইদিন থেকে আমিও ওই পথ ধরে চলি।

জীবন। এই কথা বলেছিলাম তোমাকে? হবে। আমার মনে নেই। (হাসিলেন, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন) তবে সে হাঁটার কথা মনে আছে। সে একদিন গিয়েছে কিশোর—স্নান আহারের সময় পাই নি। অথচ কিশোর—আজ এও আমাকে শুনতে হ'ল—আমি মৃত্যু ঘোষণা ক'রে আনন্দ পাই।

কিশোর। সে কথা আমি নতুন ডাক্তারকে বলব। ও জানে না।

জীবন। (যেন আত্মমগ্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন) ওরা—এ যুগের ডাক্তারেরা বুঝতে পারে না আমাদের চিকিৎসা। আমাদের নিদানের মর্ম। মৃত্যু—! মৃত্যু তো ধ্রুব। আজ হোক কাল হোক—সে আসবে। মৃত্যু-ভয়ে অধীর পৃথিবীর জীব। আমরা সাধ্যমত মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করি;—মৃত্যু যেখানে নিশ্চিত, সেখানে রোগীকে মৃত্যুভয় থেকে উত্তীর্ণ করে দিতে চেষ্টা করি। মৃত্যু! ভয় করলে সে ভয়ঙ্কর, ভয়কে জয় করলে সেই হয় অমৃত! ওরা বলে—আপন সন্তানের মৃত্যু ঘোষণা করেছিলাম আমি। করেছিলাম ওই জন্যে—

কিশোর। আমি জানি। এ কথা আমি ডাক্তারকে বলব। বোঝাতে চেষ্টা করব। তাতে যদি না বোঝে—বলব—ভারতবর্ষে বশিষ্ঠের যে সম্মান—এ অঞ্চলে জীবন মশায়ের সেই সম্মান। বশিষ্ঠ তাঁর পুত্রকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—তুমি চণ্ডাল হও। জীবন মশায়ের ছেলের নিদান ঘোষণা ঠিক তাই। ওর সমালোচনা তুমি করো না। আপনি বাড়ি যান—। আমি যাই।

[প্রস্থান]

জীবন। (কয়েক মুহূর্ত পরে) কিশোর, কিশোর শোন। কিশোর একটা কথা। তোমাকে অভয়া মা'র একটা এক্সরে করিয়ে দিতে হবে কিশোর।

[অনুসরণ করিলেন]

[কয়েক মুহূর্ত পরে অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিল দাঁতু ঘোষাল। চাদরের আঁচলে এক আঁচল তালের বড়া লইয়া আসিয়াছে। খাইতে খাইতে আসিল। বারেকের বিদ্যুৎ চমকে তাহাকে চেনা গেল। সে মৃদুস্বরে গাহিতেছিল]

দাঁতু। (সুরে)

কি আনন্দ হ'লরে,ভাই কি আনন্দ হ'ল—
লুচির উপর তালের বড়া-খেয়ে কৃষ্ণ নাচিতে লাগিল।
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে নাচে দেবতারা—
গোকুলে গোয়ালা নাচে—খাইয়া তালের বড়া !

হুঁ ! হুঁ বেড়ে মচমচে হয়েছে। খাসা। (বড়া শুঁকিয়া) খুশবু কি ? শেখ ঘিটা দিয়েছে ফাষ্টো কেলাস।

[কয়েকটা বড়া গব গব করিয়া মুখে পুরিল]

[বিদ্যুৎ চমকাইল, সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে জীবন মশায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

(নেপথ্যে) জীবন। কে ? কে ওখানে ? কে ?

দাঁতু। (ভয়ে মুহূর্তের জন্য স্থির দৃষ্টি হইল। তারপর মৃদুস্বরে বলিল)— মা—শা—য়।

(নেপথ্যে) জীবন। কে ?

[দাঁতু তাড়াতাড়ি গায়ের চাদরখানা আপাদমস্তক মুড়ি দিল এবং সন্তর্পণে গিয়া—গাছের আড়ালে লুকাইল]

[জীবন মশায়ের প্রবেশ]

জীবন। কে ? কে তুমি ? কে ?

দাঁতু। (খোনা আওয়াজে) আঁ—মি !

জীবন। কে ?

দাঁতু। আঁমি— সঁত্য বঁন্ধু বাঁবা !

জীবন। (চমকিয়া উঠিলেন। আপনার মনেই নিজেকে প্রশ্ন করিলেন) কি ? সত্যবন্ধু ?

দাঁতু। বঁড় কঁষ্ট। বঁড় ক্ষিঁ—দে।

জীবন। (এবার তাঁহার মুখে ক্রোধ এবং ঘৃণা ফুটিয়া উঠিল) তুই পাপিষ্ঠ। তুই মূর্তিমান লোভ! তুই—দাঁতু!

দাঁতু। নাঁ। আঁমি সঁত্য বঁল্ছু!

[বলিতে বলিতে গাছে চড়িতে চেষ্টা করিল]

জীবন। গাছটায় রাজ গোখুরা আছে দাঁতু। তুই মরবি—বাঁচবিনে—কয়েকটা মাসের মধ্যেই তোকে যেতে হবে জানি। কিন্তু গোখরোর বিষে জ্বলে পুড়ে মরবি কেন? সরে আয়! আমি বরং চলে যাচ্ছি।

দাঁতু। (এবার ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল) তোমার পায়ে পড়ি মশায়। তোমার পায়ে পড়ি! বলো না—ও কথা বলো না।

জীবন। বেশ, বলবো না। কিন্তু তুই আর আমার সামনে কোন দিন আসিস নে।

দাঁতু। জোড় হাত করছি। অপরাধ হয়ে গিয়েছে। তালের বড়া ভাজা হচ্ছিল। বড় লোভ হল। মশায়—থাকতে পারলাম না। ওই নতুন ডাক্তারের মায়ের হাত থেকে থালা পড়ে গেল, সবাই ছুটে গেল, সেই ফাঁকে আমি তালের বড়া চুরি করে পালিয়ে এসে এইখানে খাচ্ছিলাম। জানতাম না তুমি এইখানে আসবে। তোমার ভয়ে মশায়—তোমার ভয়ে ভূত সাজলাম।

জীবন। তুই প্রেত। তোর ভিতরের মানুষ অনেক দিন ম'রে গিয়েছে দাঁতু। তুই প্রেত। যা করেছিস বেশ করেছিস। কিন্তু কি করেছিস তা তুই জানিস নে। চলে যা। আমার সামনে কিন্তু আর কখনও আসিস না।

দাঁতু। ওরে বাবা! তা হলে আমি মরে যাব। নিশ্চয় মরে যাব। তোমার ওষুদ নইলে—

জীবন। ওষুদ তোকে আর দেব না। ওষুদে কাজ হবে না। তোকে এতদিন বলি নি দাঁতু। আজ বলি—তুই আর বাঁচবি নে। কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না। তোর ক্ষুধা-আহারের প্রবৃত্তি লোভ হয়ে উঠেছে। লোভ হয়েছে রিপু—তার চেহারা প্রেতের মত। তুই বাঁচবি নে।

দাঁতু। (আর্তস্বরে) মশায়! মশায়! মশায়! (কথাগুলি সে মশায়ের কথার মধ্যেই বলিতেছিল। মশায়ের কথা শেষ হইলে আতঙ্কিত হইয়া বলিয়া উঠিল) আমি বাঁচব না? আমি বাঁচব না?

[জীবন কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন]

দাঁতু। তুমি নিষ্ঠুর—তুমি পাষাণ। সত্যবন্ধুর মরণের সময়ে তুমি ওষুদ দাও নি, দুধ গঙ্গাজল দিয়েছিলে।

জীবন। আমি জীবন মশায় দাঁতু। নাড়ী ধরলে আমি মরণের পায়ের শব্দ পাই। রোগীর ঘরে ঢুকে—মৃত্যুর গায়ের গন্ধ পাই। যেখানে পাই—সেখানে দুধ গঙ্গাজলই দিই।

দাঁতু। ছাই পাও। তুমি কচু জানো। ভুবন রায়কে বলেছিলে—সে মরবে। সে বেঁচেছে। নতুন ডাক্তার তাকে বাঁচিয়েছে। আজ ছ' মাস পার হল।

[জীবন মশায় একবার মুখ তুলিয়া তাকাইলেন, তারপর মুখ নত করিলেন]

দাঁতু। আমি বাঁচব। নিশ্চয় বাঁচব।

[বলিতে বলিতে হন হন করিয়া চলিয়া গেল। নেপথ্য হইতে সেতাব ডাকিতেছিল]

(নেপথ্যে) সেতাব। জীবন! জীবন! জীবন!

[প্রবেশ করিল]

সেতাব। কি? কি হল জীবন? কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

জীবন। প্রেত। সেতাব, একটা প্রেত!

সেতাব। প্রেত?

জীবন। দাঁতু ঘোষাল! দাঁতু মরবে সেতাব। তোকে একদিন বলেছিলাম। আজ নিশ্চয় জানলাম। ঘোষণা করে বলছি। ও বাঁচবে না। লোভ ওর রিপু হয়েছে। ও বোধ হয় হাসপাতালের ডাক্তারের কাছে গেল। হাসপাতালের ডাক্তার ওকে বাঁচাতে পারবে না।

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[প্রদ্যোত ডাক্তারের বাসার কক্ষ]

[সকাল বেলা। স্নান করিয়া সুধা দেবী প্রবেশ করিলেন। ঘরের একদিকের দেওয়ালে বড় জানালার আকারের বা আলমারীর আকারের একটা স্থান। স্থানটি পর্দা দিয়া ঢাকা। সুধা দেবী পর্দাটি খুলিয়া ফেলিলেন। সেখানে উপরে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি। নীচে সত্যবন্ধুর ছবি। সুধা-দেবী প্রথম রাধাকৃষ্ণের ছবিতে মালা পরাইয়া দিয়া পরে সত্যবন্ধুর ছবিতে মালা পরাইয়া দিলেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিতেছেন এমন সময় বাহির হইতে "মা"— বলিয়া প্রদ্যোত প্রবেশ করিল]

প্রদ্যোত। মা।

[প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। মায়ের প্রণাম করিয়া ওঠার প্রতীক্ষা করিল]

সুধা। (উঠিলেন) কি প্রদ্যোত? হাসপাতালে গিয়ে তুই ফিরে এলি?

প্রদ্যোত। তুমি কাল জন্মাষ্টমীর পূজো দিতে গিয়েছিলে? মশায় বাড়িতে?

[সুধা ম্লান হাসিলেন, উত্তর দিলেন না]

প্রদ্যোত। আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করলে না?

সুধা। জিজ্ঞাসা করলে তুই না-ই বলতিস।

প্রদ্যোত। নিশ্চয়ই না বলতাম। যেতে দিতাম না।

সুধা। তুইও তো মধ্যে মধ্যে যাস প্রদ্যোত। আমি শুনেছি।

প্রদ্যোত। কে বললে?

সুধা। মঞ্জু আমাকে বলেছে। শিকার করতে গিয়েছিলি ক'দিন মঞ্জুকে দীপেনকে সঙ্গে করে। আরোগ্য নিকেতনের সামনে দাঁড়িয়েছিলি— থমকে। মঞ্জু জিজ্ঞাসা করেছিল—দাঁড়ালেন? তুই বলেছিলি—এইটেই মশায়ের আরোগ্য নিকেতন। শুনেছি এককালে এখানে নাকি প্রত্যহ আশী নব্বুই জন করে রোগী আসত। আজকে ভাঙা-ভগ্ন। তোর জামা ধোপাবাড়ি দিতে গিয়ে পকেটে একটা মাটির টুকরো পেলাম। আশ্চর্য লাগল। পকেটে মাটির ঢেলা? মঞ্জু বসেছিল ওইখানে। সে বললে

—আরোগ্য নিকেতনের মাটির ঢেলা। বললে—প্রদ্যোত বাবুর খুব রাগ মশায়ের ওপর। কিন্তু ভাঙা আরোগ্য নিকেতনের ওপর খুব শ্রদ্ধা!

প্রদ্যোত। মঞ্জু ঠিক বুঝতে পারেনি মা। যাওয়ার পথের ধারে পড়েছিল—দাঁড়িয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল (সত্যবন্ধুর ছবির দিকে দেখাইয়া) ওঁর মাকে একবার দেখব।

সুধা। ঠাকুমা বল প্রদ্যোত।

প্রদ্যোত। এ অঞ্চলে মুখ ফুটে শব্দ করে সে কথা বলতে ভরসা হয় না মা। মনে হয় ওই বৃদ্ধ শুনতে পাবেন।—চিৎকার করে ছুটে আসবেন—না—না কোন সম্পর্ক নেই। মা, যে লোক নিজের ছেলের নিদান হাঁকে, মৃত্যু আসন্ন জেনেও এক ফোঁটা ওষুদ দেয় না, তার ওপর শ্রদ্ধা কখনও থাকে? যে লোক পুত্রবধূ পৌত্র আছে শুনেও তাদের সন্ধান করে না—মুখে তাদের নাম উচ্চারণ করে না—কথায় কথায় বলে আমরা নির্বংশ—

সুধা। প্রদ্যোত। না—না—এ কথা বলো না—বলতে নেই।

প্রদ্যোত। কেন? কাল তো তুমি নিজের কানে শুনে এসেছ—শুধু (সত্যবন্ধুর ছবি দেখাইয়া) ওঁর বাবাই নয়—ওঁর মাও চিৎকার করে বলেছেন—

সুধা। কে বললে তোকে এসব কথা?

প্রদ্যোত। নতুন পেশেণ্ট এসেছে দাঁতু ঘোষাল। সে আমাকে বলেছে। বৃদ্ধ কাল আবার নিদান হেঁকেছেন। ঘোষাল তিন মাসের বেশী বাঁচবে না। ওঃ! মানুষের মুখের ওপর—! মৃত্যুর কথা, তুমি মরবে বলা—অপরাধ। রোগী বাঁচে ওষুদের চেয়ে ইচ্ছা শক্তিতে বেশী। সেটা ভেঙে দেয়। দাঁতুকে আমি বাঁচাব। আমি ভর্তি ক'রে নিয়েছি।

সুধা। তুই ওঁকে আঘাত করবার জন্যই এই সব কেসগুলো যেন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিস। এটা ভাল নয়। ওঁকে ইচ্ছে ক'রে আঘাত করলে অপরাধ হবে তোর।

প্রদ্যোত। না। আঘাত দেবার জন্য আঘাত আমি করিনি। তবে যেখানে

কর্তব্য—সেখানে আমার তো তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা না ক'রে উপায় নেই মা।

সুধা। তার থেকে প্রদ্যোত, এখান থেকে তুই ট্রান্সফার নিয়ে অন্য জায়গায় চল।

প্রদ্যোত। না মা, সে হয় না। এখানকার সঙ্গে এই অল্প কয়েক দিনে আমি যেন জড়িয়ে গেছি। আশ্চর্য মমতা পড়ে গেছে। মধ্যে মধ্যে সঙ্কল্প করি এখানেই বাস করব। হ্যাঁ মা এখানেই বাস করব। এই আমার স্থান। মা, ওই আরোগ্য নিকেতন কিনে—আমি এখানে বাস করব!

[নার্সের প্রবেশ ; দরজার বাহিরে দাঁড়াইল]

নার্স। নতুন পেশেণ্ট পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

[সুধা ছবির উপরের পর্দা টানিয়া দিলেন]

প্রদ্যোত। ডুস দিয়ে দাও আগে। তারপর দরকার হ'লে মরফিয়া দিতে হবে।

নার্স। বারো নম্বর বেডের নিউমোনিয়ার পেশেণ্টকে পেনিসিলিন দিতে হবে।

প্রদ্যোত। (ঘড়ি দেখিয়া) চল।

[উভয়ের প্রস্থান। সুধাদেবী উদাস ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ছবির ছেঁড়া টুকরা কুড়াইয়া লইয়া জোড়া দিতে চেষ্টা করিলেন। নার্স ফিরিয়া আসিল]

নার্স। নতুন পেশেণ্টের—ওই ঘোষালের ডায়েট আপনার কাছ থেকে যাবে। বলে দিলেন। আজ কিছু না। ওবেলা নাগাদ একটু বার্লি।

সুধা। আচ্ছা।

[নার্স চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে বাহিরে ভুবন রায় ও প্রদ্যোতের কথাবার্তা শোনা গেল]

(নেপথ্যে) প্রদ্যোত। একি আপনি? এ যে সদল বলে! মঞ্জু দেবী—মাস্টার দীপেন —

(নেপথ্যে) ভুবন রায়। হ্যাঁ সদল বলে। ছ' মাস পার হয়ে গেছে। জীবন

সেনের নিদানের ভূতের ভয় ঘাড় থেকে নেমেছে। আজ বেরিয়েছি। নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

(নেপথ্যে) প্রদ্যোত। আরোগ্য ভোজ? আমি আসছি। পাঁচ মিনিট। একটা ইনজেকশন দিয়ে আসছি।

(নেপথ্যে) দীপেন। আমার বন্দুকটা দেখেছেন? এ এয়ার গানে পাখি মারা যায়।

[মঞ্জু ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। সুধাদেবী ছেঁড়া ছবির টুকরা কয়টা বুকের ভিতর রাখিয়া দিলেন]

মঞ্জু। মাসীমা।

সুধা। এস মা। তোমার দাদামশায় এসেছেন! গলা পাচ্ছি। তোমার ভাইটিও এসেছে।

মঞ্জু। হ্যাঁ। দাদামশায় আজ দেবস্থলে পূজো দিচ্ছেন। দিনে ব্রাহ্মণ ট্রাহ্মণ খাবে। রাত্রে বন্ধু বান্ধবদের নিমন্ত্রণ। আপনাকে যাওয়ার জন্য বলতে এসেছেন।

সুধা। আমার শরীর বড় খারাপ মা! কাল রাত্রে প্রায় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম।

[ভুবন রায় বাহির হইতে বলিতে বলিতে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে দীপেন]

ভুবন। আমি পাল্কী পাঠিয়ে দেব। পাল্কীতে না যান—আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। মোটর আজ আর আমার নেই। এককালে দুখানা মোটর ছিল। আজ আমি ভাগ্যহত! খুব ভাল সাইকেল রিক্সা পাঠিয়ে দেব। কোন কষ্ট হবে না আপনার। আপনার ছেলে আমায় বাঁচিয়েছে। আপনি না-গেলে চলে!

সুধা। (ঘোমটা তুলিয়া দিলেন মাথায়) মানুষ কি মানুষকে বাঁচাতে পারে? বাঁচান ভগবান।

[খুব উৎসাহ ভরে কথা বলিতেছিলেন ; তাঁহার চেহারায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে ক্লান্তি—সে কালিম ভাব নাই। সুস্থ—উজ্জ্বল—প্রাণবান দেখাইতেছে। দীপেন অত্যন্ত চঞ্চল, সে এদিক ওদিক চাহিতেছে। মঞ্জু মধ্যে মধ্যে চোখের ইশারায় তাহাকে সংযত হইতে বলিতেছিল] .

ভুবন। না—না—না। ও কথা বলবেন ওই জীবন সেন। আমি বলব না। আপনার ছেলে অদ্ভুত। সে আমাকে বাঁচিয়েছে। ওঃ—আমি এখন মরলে যে কি ক্ষতি হত আমার! (দীপেন ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ঘাড়ের উপর পড়িয়া কানে কানে কি বলিল) কোথায়? ও, হাসপাতালের ধারে গাছটায়? আচ্ছা চলে যাও।

[দীপেন ছুটিয়া চলিয়া গেল]

গাছে একটা কি পাখি দেখেছে। শিকার করবে। (হাসিলেন) ওকে আমাকে মানুষ করতে হবে। ওই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। আমার অনেক কাজ। প্রদ্যোত আমায় বাঁচিয়েছে।

[দীপেন ও প্রদ্যোতের প্রবেশ]

প্রদ্যোত। থাক রায় মশায়, ওসব কথা থাক।

ভুবন। থাক। তুমি যখন বলছ ডাক্তার, তখন থাক। কিন্তু অন্য কথা যে মনে পড়ছে না!

দীপেন। বাঃ—সেই কথাটা বললে না?

ভুবন। কোন কথা? তোমার শিকার কই?

দীপেন। ফসকে গেল। ফুড়ুৎ ধা করে উড়ে গেল। কিন্তু সেই কথাটা—

মঞ্জু। কি বিরক্ত কর দীপেন? চুপ কর।

দীপেন। বিয়ের কথায় তোমার লজ্জা হচ্ছে বুঝি? দিদির বিয়ের কথা বলবে না? ডাক্তার বাবুতে আর দিদিতে খুব ভালবাসাবাসি হয়ে গেছে। বলি নি তোমাকে?

মঞ্জু। (ক্রুদ্ধ স্বরে) দীপেন!

ভুবন। (উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন) যে তোর দাদুকে বাঁচিয়েছে মঞ্জু, তাকে যদি তুই ভাল বেসেই থাকিস তো কেউ তোর নিন্দে করবে না। আমি তো কৃতজ্ঞই হব। তবে ভালবাসাটা দাদুকে বাঁচানোর জন্যে নয়—ওটা উপলক্ষ্য,—শীকার করতে গিয়ে—দুজনেই দুজনকে লক্ষ্য করে বান নিক্ষেপ করেছ। বেশ করেছ। ভাল শীকার করেছ। জীবন সেনের নিদান ও ব্যর্থ করে দিয়েছে।

মঞ্জু। যা খুশি তাই তুমি বল।

[সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল]

দীপেন। এই দিদি! এই। এই।

[ধরিবার জন্য ছুটিল]

[ভুবন রায় হাসিতে লাগিল। শশী কম্পাউণ্ডারের প্রবেশ]

শশী। (উত্তেজিত ভাবে) মশায় এসেছেন ডাক্তারবাবু। মশায়! জীবন সেন।

প্রদ্যোত। কে?

শশী। একজন রোগী নিয়ে এসেছেন। একটা বাচ্চা। গাল গলা ফুলেছে—হাই ফিভার!

[জীবন মশায় দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

জীবন। দরিদ্র বিধবার একমাত্র সন্তান। পলকে পলকে মৃত্যু এগিয়ে আসছে।

শশী। মাম্‌স্‌ স্যার মাম্‌স্‌। হাই ফিভার—। ওঁর তো মৃত্যু মৃত্যু বাতিক—

জীবন। না—। মাম্‌স্‌ নয়—বিসর্প ইরিসিপ্লাস। তাকে দেখুন। আপনি তাকে বাঁচান।

প্রদ্যোত। দেখব নিশ্চয়। কিন্তু বাঁচাব কেমন করে বলব বলুন। আপনি তো বলছেন—মৃত্যু পলকে পলকে এগিয়ে আসছে।

ভুবন। হ্যাঁ। যেমন—ছ'মাসের মধ্যে আমার মৃত্যু আসছিল। (হাসিল) আমি বেঁচেছি জীবন মশায় দেখছেন।

জীবন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এঁকে যেমন করে বাঁচিয়েছেন (ভুবনবাবুকে দেখাইল) অবশ্য এর চেয়েও কঠিন। আমার শাস্ত্রে ওষুদ নেই। আপনি পারেন বাঁচাতে?

ভুবন। আমি যাই ডাক্তার। আমি এখন যাই। তুমি রোগী দেখ! (হাসিয়া) জীবন মশায় অপারগ হয়েছে—তুমি দেখ।

[প্রস্থান]

প্রদ্যোত। শশীবাবু চলুন।

[প্রস্থান। শশীও অনুসরণ করিল]

জীবন। (সুধার দিকে ফিরিয়া) আপনিই বোধ হয় ডাক্তারের মা জননী? আপনার জন্য এই প্রসাদটুকু এনেছিলাম। কাল আপনি আমার বাড়িতে গিয়েছিলেন। মাথা ঘুরে গিয়েছিল, চলে এসেছিলেন। প্রসাদটুকু নিন মা।

[টেবিলের উপর রাখিলেন। সুধা অগ্রসর হইতে হইতে বলিল]

সুধা। আপনি এসেছেন—আমার কত সৌভাগ্য!

[গড় হইয়া প্রণাম করিল]

জীবন। আমাকে প্রণাম করছেন মা?

[প্রদ্যোত ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল]

প্রদ্যোত। থারমোমিটারটা ভেঙে গেল। আমার কোটটা?

[হুকে ঝুলানো জামার পকেট হইতে থার্মোমিটার বাহির করিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছিল]

জীবন। জ্বর একশো চারের কাছে। বাড়ছে। রোগটা বিসর্প রোগ, ইরিসিপ্লাস।

সুধা। (ইতিমধ্যে একটি রেকাবে মিষ্টি লইয়া) একটু জল খান। বেলা অনেক হয়েছে—

প্রদ্যোত। (ঘুরিল) দাঁড়াও মা। আগে উনি আমাদের ছোঁওয়া খাবেন কিনা জিজ্ঞাসা কর। খাবেন আমাদের এখানে?

মশায়। একথা বলছেন কেন?

প্রদ্যোত। আমরা যদি ছোট জাত হই? যদি জাতিচ্যুত হই? পতিত হই? খাবেন?

মশায়। আপনি তো সেন?

প্রদ্যোত। যদি জাতিচ্যুত হই, যদি পতিত হই?

মশায়। কি বলছেন ডাক্তার বাবু?

প্রদ্যোত। আমি শুনেছি—আপনার পুত্র নাকি গোপনে বিবাহ করেছিলেন। তিনি নাকি অন্য ধর্মীয়া?

মশায়। আপনি শুনেছেন? নবগ্রামের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গেছে সে কথা?

প্রদ্যোত। আপনার সেই পুত্রবধূ এবং পৌত্র যদি ফিরে আসে—খুঁজে পান —তবে কি করবেন? তাদের অস্বীকার করবেন? ফিরিয়ে দেবেন? গ্রহণ করবেন না?

মশায়। (কথার মধ্যে বলিলেন) ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! (ডাক্তার শুনিল না—বলিয়াই গেল। ডাক্তারের কথাশেষে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন) না। গ্রহণ করব না। অস্বীকার—। ডাক্তারবাবু, আমি অস্বীকারের পূর্বেই তারা আমাকে অস্বীকার করেছে, ত্যাগ করেছে; তাই গ্রহণ করব না। ডাক্তারবাবু, বংশের সন্তান যখন জাতি ধর্মের উর্ধ্বে ওঠে, যখন পরম সত্যে উপনীত হয়, তখন—তখন সে হয় বংশের পূর্ণপুরুষ। ধর্ম, জাতি, বংশকে সে ত্যাগ করে না, তাকে ধন্য করে। তাকে আমরা পূজা করি, আশীর্বাদ করি, আমার চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হন। কিন্তু যে আমার ধর্মকে ত্যাগ করে অন্য ধর্মকে গ্রহণ করে সে যে ধর্মের সঙ্গে আমাকেও ত্যাগ করে, ঘৃণা করে; আঘাত করে; কুলপঞ্জীতে ছেদ টানে, বংশের ইতিহাসকে সে ধ্বংস করে। তাই তাকেও আমি অস্বীকার করি। হ্যাঁ,

তাকে আমি ফিরিয়ে দেব ডাক্তারবাবু। তাকে আমি গ্রহণ করব না। সে বেঁচে থাকলেও আমার বংশ শেষ। না থাকলেও শেষ। নমস্কার, আমি চললাম। কিন্তু ছেলেটিকে আপনি বাঁচান।

[প্রস্থান]

[সুধাদেবী পর্দাঢাকা আলমারীর তলায় প্রায় আছাড় খাইয়া পড়িলেন]

তৃতীয় অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

হাসপাতাল

[ইরিসিপ্লাসের সেই রোগী, তাহার মা ও বাবা ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। তাহাদের সঙ্গে মরি বষ্টুমী। ছেলেটির থুতনিতে ষ্টিকিং প্লাষ্টার লাগানো। ডাক্তার হাত দিয়া প্লাষ্টারের উপরে হাত বুলাইয়া পরীক্ষা করিলেন। তারপর কথা বলিতে লাগিলেন। একজন নার্স ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল]

প্রদ্যোত। নাঃ, আর কোন ভয় নেই। তবে জায়গাটা যতদিন শক্ত থাকবে, ততদিন সাবধান রাখবে একটু। কেমন? (ছেলেটির গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া) একটু একটু কম্প্রেস দেবে। মানে গরম জলে তূলো ভিজিয়ে সেঁক দেবে। আচ্ছা—নিয়ে যাও।

[মরি ঢিপ করিয়া একটি প্রণাম করিল]

প্রদ্যোত। এ কি, প্রণাম কেন? না—না—না।

মরি। (উঠিয়া ছেলের মাকে) প্রণাম কর—অবাগী হাবা মেয়ে প্রণাম কর। তারপর চল বাবার মাকে প্রণাম ক'রে আসি।

প্রদ্যোত। না। মা কলকাতায় গেছেন। এখানে নেই।

[মেয়েটি প্রণাম করিল]

[প্রদ্যোৎ-এর প্রস্থান]

[হাসপাতালের ভিতর হইতে মুখ বাহির হইল। সকলে বাহির হইয়া মরির কাছে আসিল]

নার্স। আমাদের পাওনা দিয়ে যেতে হ'বে বষ্টুমীদি।

১ম নার্স। (ছেলেটিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল) আর তুমি—তুমি? হুঁ—ভাল হ'য়ে এইবার সুড় সুড় ক'রে মায়ের সঙ্গে চলে যাচ্ছ! একবার আমাদের দিকে ফিরে চাইবার নাম নেই! এঁ্যা!

[ছেলেটিকে জড়াইয়া ধরিল]

নার্স। নাও, গান শোনাও বষ্টুমীদি।

[শশীর প্রবেশ]

[নিচের কথপোকথনের মধ্যে পিছনে বারান্দায় দাঁতুকে দেখা যাইবে, সে থাম বা খুঁটির আড়ালে দাঁড়াইয়া কিছু খাইতেছিল ও হাত চাটিতেছিল]

শশী। (জামার হাতায় মুখ মুছিতে মুছিতে) বেড়াল গেল বনে, ইঁদুরেরা নাচে ঘরের কোণে!

নার্স। ও ঘর থেকে ছুঁচো এসে জুটল তাদের সনে।

শশী। আমি ছুঁচো?

নার্স। আমরা ইন্দুর হ'লে তুমি আলবাত ছুঁচো। মুখ থেকে রেকটিফায়েড স্পিরিটের গন্ধ উঠছে।

শশী। (মুখের কাছে হা করিয়া) সার্টেনলি নট।

নার্স। তবে মুখ মুছছিলে কেন?

শশী। ক্যানাব্যাসাণ্ডিকা সখি। নট রেকটিফায়েড স্পিরিট।

মরি। শশীবাবা আমার আনন্দময়। আনন্দ ছাড়া এক দণ্ড নেই।

নার্স। হ্যাঁ গঞ্জিকানন্দ—মত্তানন্দ, কোন আনন্দ নেই? সর্বানন্দ—সদানন্দ।

শশী। ব্যাস। ব্যাস। সদানন্দ সর্বানন্দ—মন্দ কেবল কপালখানি। নে মরি গান শোনা। ভাল গান। কেত্তন নয়, দেহতত্ত্ব নয়, রসের গান। প্রেমের গান। বুঝছিস না এরা সব বিরহিণীর দল।

মরি। গাইছি। খুব ভাল গান। প্রেমের গান। শোন—।

আমার বাজুবন্ধের ঝুমকো দোলায় বঁধুর মন তো দুলল না।
ও তার সিঁথিপাটির লাল মানিকের ছটাতে চোখ খুলল না ;
হায়-হায়-হায় সখি—বঁধুর মন তো ভুলল না।
আমার মনই দোলন দোলে (ও-তার) বনমালার দোলাতে,
আমার মনই ভুলিল সই তাকে এসে ভোলাতে—
ভোলা মন যে ধুলায় লুটায় সে তো তবু তুলল না।
বধুর মন তো ভুলল না।
খুলতে গেলাম বাজুবন্ধ বজ্র বাঁধন খুলল না—
ভুলতে গেলাম ভুলের নেশা ভুল তো আমায় ভুললো না।
নাগে ধরে মরতে গেলাম
নাগরে সই জড়াইলাম
মরতে গিয়ে অমর হলাম—মরণ দুয়ার খুলল না—
বধুর মন তো ভুলল না।

শশী। বলিহারি—বলিহারি—বলিহারি।

[নেপথ্য হইতে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

[ডাক্তারের কণ্ঠস্বর শুনিতেই নার্সেরা উঠিয়া যে যার পলাইয়া গেল]

প্রদ্যোত। এ অন্যায়। তাঁকে বলবেন—এটা অন্যায় অনধিকার চর্চা।

শশী। ম্যাও। ম্যাও—। ইঁদুরেরা সব পালাও!

[প্রস্থান]

[ডাক্তার ও বিনয়ের প্রবেশ]

বিনয়। না—না। সে ভাবে মশায় বলেন নি। আমরা বললাম—আঃ যা চিকিৎসা করলেন নতুন ডাক্তার, বহুৎ আচ্ছা। ওকে আমরা ছোট মশায় বলব এবার থেকে—তাই মশায় বললেন—হ্যাঁ ধীমান চিকিৎসক! তবে

মশায় তো চিকিৎসক বড় হলেই হয় না বাবা, ওর সাধনা আলাদা। এক পুরুষেও হয় না, কয়েক পুরুষ সাধনা করলে তবে হয়। ওর বংশের কথা তো জানি না—

প্রদ্যোত। আপনি বলবেন মশায়কে—আমার বংশের কথা আমি জানি। এবং আপনাদের ছোট মশায় হওয়ার কোন আগ্রহ আমার নেই। কারণ দেখছি—মশায় হতে হলে হৃদয়হীন হতে হয়। আর আমার বিবাহের কথা নিয়েই বা এত গুজব করছেন কেন আপনারা? এগুলি অন্যায়। (ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া) শশীবাবু, একখানা চিঠি নিয়ে একবার আপনাকে ভুবনবাবুর কাছে যেতে হবে।

[বলিয়া কোয়ার্টারের ভিতর চলিয়া গেলেন। বিনয় দাঁড়াইয়া রহিল]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

আরোগ্য নিকেতন

[জীবন মশায় বসিয়া আছেন—সামনে উপু হইয়া বসিয়া গণেশ বায়েন। পাশে সেতাব বসিয়া দাবার ছক দেখিতেছে। গণেশ হাত বাড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে]

গণেশ। (বাঁ হাতে নিজের কান দেখাইয়া) এ্যাঁ, কি বলছ, জোরে বল।

জীবন। তোরও অসুখ হল শেষে ?

[হাসিয়া]

গণেশ। হবে না ? যেতে হবে না ?

জীবন। হবে না কি ?

গণেশ। বেদনা এই পেটে। আজ দু'মাস। বুয়েচ। হ্যাঁ। মনে যেন কেমন কেমন লাগছে। তোমার বাবার তখন বৃদ্ধকাল—তুমি যুবো, তখন গিরিণী হয়েছিল মনে আছে ? তোমার বাবা বলেছিল—গণেশ, এই এঁকে সাবধান বাবা। আগন্তু রোগে যদি কিছু না হয়—তবে শেষ কালে ইনির হাত ধরে তিনি আসবেন। হুঁ—হুঁ।

জীবন। (হাতখানি টানিয়া লইলেন) দেখি। দে !

গণেশ। আরও একবছর দু'বছর বাঁচতাম। বুয়েচ। তা সেদিন পাঁঠার মাংস খেতে সাধ হ'ল। জাতিতে বায়েন। বাদ্যি বাজিয়ে দেবতার থানে বলির পাঁঠার চরণ পাই। তা বরাবর দিয়ে দি। নিজে কখনও খাই না। তবে লোভ মনে মনে ছিল। সে দিন ভাইপো ঢাক বাজিয়ে একটা চরণ আনলে, তা বললাম—ভাল ক'রে রান্না কর, খাব। পৃথিবীতে এসে মাংস খাবার সাধ রইল মনে অথচ খেলাম না, সে তো ভাল নয়। খেলাম। খেয়েই পেটে যাতনা। তার পরেতে সে খুব পেটের অসুখ। সে আর ভাল হল না। এখন আবার আমাশা—রক্তের ছিটে—

জীবন। এ অবস্থায় এলি কেন ? আমাকে খবর দিলেই তো পারতিস।

সেতাব। তোর তো টাকা আছেরে।

গণেশ। টাকা ? আমার ?

সেতাব। হ্যাঁ। সবাই তো বলে।

গণেশ। আছে। আছে। সাতকুড়ি টাকা আমার পোঁতা আছে। তাইতো এয়েচি মশাযের কাছে, মশায় বলুক—তিনি আসছেন। আমি নিশ্চিন্দি হ'য়ে টাকাটা খরচ করে দি। জীবন মচ্ছব করি। আর মা চণ্ডী থানের পাট অঙ্গনটা বাঁধিয়ে দি। ছেলেপুলে মরে গেল; বসে বসে দেখলাম। ভাইপোরা আছে, জমি পৈত্রিক—তারা নেবে। টাকা আমার—দিয়ে যাই খরচ ক'রে। কি গো, কি বলছ ?

জীবন। ভাল কাজ, ইচ্ছে হয়েছে, করবি বই কি। নিশ্চয় করবি।

গণেশ। বাস্ বাস্। বুয়েচি। হরিবোল, হরিবোল! তা এই লাও। (দুটি টাকা দিল) না বলো না। ছেরকাল বিনি টাকায় চিকিচ্ছে করেছ। এই দু টাকাতে শোধ।

[লাঠি ধরিয়া উঠিল। বাহির হইতে ভাইপো আসিয়া হাত ধরিল]

জীবন। ওষুদ একটা খাস। যাতনা কমবার জন্যে অন্তত। এই নে। ভূদেব কবরেজের কাছে পাবি।

[কাগজে লিখিয়া দিলেন]

[বিনয় প্রবেশ করিল]

গণেশ। হাসপাতালের ডাক্তারের কাছে যেয়েছিলাম। তা সে বলে—আমি বাঁচাতে চেষ্টা করতে পারি। মরবে কবে, মরবে কি না তা বলতে পারি না। বুযেচ ! ভারি রাগ ! তবে যাই।

[প্রস্থান]

['মশায়' বলিয়া ডাকিয়া কিশোর প্রবেশ করিল]

কিশোর। মশায় !

মশায়। কিশোর !

কিশোর। আমি সুখবর এনেছি মশাই। সত্যবন্ধু দাদা অন্যায় করেন নি। প্রতারনা করেন নি।

মশায়। আতর বউ! আতর বউ! বাড়ির ভিতর এস কিশোর। বাড়ির ভিতর। (যাইতে যাইতে, ঘুরিয়া) তাদের খবর? কিশোর? তাদের সন্ধান—

কিশোর। না মশায়—তা পাইনি। ছাব্বিশ বছর তারা নিরুদ্দেশ!

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[প্রদ্যোত ডাক্তারের বাসার কক্ষ। কাল সন্ধ্যা। মঞ্জু বসিয়া গান গাহিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে রেডিয়োতেও সেই গানটি গীত হইতেছে]

না না, ডাকব না, ডাকব না, এমন করে বাইরে থেকে।
পারি যদি অন্তরে তার ডাক পাঠাব আনব ডেকে।
দেবার ব্যথা বাজে আমার বুকের তলে—
নেবার মানুষ জানিনে তো কোথায় চলে।
এই দেওয়া নেওয়ার মিলন আমার ঘটাবে কে?
মিলবে নাকি মোর বেদনা তার বেদনাতে
গঙ্গা ধারা মিলবে নাকি কালো যমুনাতে—
আপনি কি সুর উঠল বেজে
আপনা হতে এসেছে যে,
গেল যখন আশার বচন গেছে রেখে।

[গান শেষ করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল; স্তব্ধ হইয়া রহিল। রেডিয়োতেও শেষ হইল। মঞ্জু রেডিয়ো বন্ধ করিল। প্রদ্যোতের প্রবেশ মুহূর্ত পর্যন্ত। কয়েক মুহূর্ত পর প্রদ্যোত প্রবেশ করিল]

প্রদ্যোত। কবিরা অসামান্য। তাঁরা সব পারেন। তাঁরা চাইনে বলে এমন চাওয়া চান—যে পাওয়া তখন ঠেকায় কে? (হাসিল) বেশী দেরী হয়েছে? গোপালকে বললাম—যাই। বলেনি সে?

মঞ্জু। না!

প্রদ্যোত। তবে? ডাকব না, ডাকব না বলে গানের সুরে ডাক সুরু করে দিলে যে? নার্সরা এ ওর দিকে চেয়ে ভেতরে সব হাসতে সুরু করে দিয়েছে। শশী কম্পাউণ্ডার এতক্ষণ হয়ত রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট খেতে

গিয়ে বিষম খেয়ে সারা। দাঁতু, সেও হয়ত ক্ষিদে ক্ষিদে রব ভুলে খিক্ খিক্ করে হাসছে।

মঞ্জু। ওমা! আমি কিন্তু সে হিসেব করে গাই নি। আপনি হাসপাতালে থাকবেন তা জানতাম। কিন্তু এসে দেখি বাসা শূন্য; মাসীমাও নেই। একলা বসে কি করব? রেডিয়োটা খুললাম—শুনলাম ওই গানটি হচ্ছে। ওটি আমার খুব প্রিয় গান। গলা মিলিয়ে দিলাম। ওরা সকলে এমনি ভাববে ভাবতেও পারি নি। লজ্জা পেয়েছেন তা হলে?

প্রদ্যোত। একেবারে পাই নি তা বলব না। একটু পেয়েছি। কান দুটো অল্প গরম হয়ে উঠেছে। সেদিন তোমার দাদু, দাঁপেন যা বলেছে—সে কথাটা ওদের কানে পৌঁচেছে তো। তুমি এলেই ওরা কৌতুকে ইঙ্গিতে চুলবুল করে ওঠে।

মঞ্জু। আমি কিন্তু মাসীমার কাছে আসি। নইলে ওদিক দিয়ে আপনারই যাওয়ার কথা আমার কাছে।—আমার নয়। আপনিও তাই ভাবেন না কি?

প্রদ্যোত। না। আমি জানি। মাকে তুমি খুব ভালবাস। খুব শ্রদ্ধা কর। তোমার কাছে এর জন্য আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই মঞ্জু। আমার মায়ের দুঃখের কথা তো কেউ জানে না। তুমি এলে তিনি আনন্দ পান। অন্তরের দুঃখ চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পান।

মঞ্জু। মাসীমার ওই বিষণ্ণতার জন্যেই তাঁকে আমার এত ভাল লাগে। কিন্তু তিনি হঠাৎ কলকাতায় গেলেন কেন? কালও তো কিছু শুনি নি।

প্রদ্যোত। হ্যাঁ, হঠাৎই চলে গেলেন।

[একটু স্তব্ধ থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

মঞ্জু। কেন? আপনি রাগ করলেন না তো জিজ্ঞাসা করলাম বলে?

প্রদ্যোত। (হাসিল) না। তোমার দাদু যা বলেছেন—তা অবশ্য ভবিষ্যতের কথা। তবে আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠেছি—এটা তো সত্য এবং বাস্তব।

[প্রদ্যোত হঠাৎ গম্ভীর হইল]

মঞ্জু। কি হল চুপ করলে যে।

প্রদ্যোত। দেখ তোমাকে বলতে আমার আপত্তি নেই। এখানকার ওই বৃদ্ধ সেন মশায়ের সঙ্গে আমার সংঘর্ষগুলো আমার মা সহ্য করতে পারছেন না।

মঞ্জু। কিন্তু তাতে আপনি জিতেছেন। দাদুকে বাঁচালেন! এই ছেলেটিকে বাঁচালেন। দাঁতু ঘোসালও তো সারছে।

প্রদ্যোত। এই জেতাটা মা বোধ হয় চান না। এতকালের বৃদ্ধ মানী লোক দুঃখ পাবেন। বলেন—এখান থেকে চলে চল। ট্রান্সফার নে। কিন্তু আমি তা যাব কেন? এখানে আমার প্র্যাক্‌টিস খুব অল্প সময়ে জমে উঠেছে। এক এক সময় ভাবি রিসার্চ যদি না করি তবে এখানেই বাস করব, Practice করব।

মঞ্জু। (হাসিয়া) দাদুও কাল বলছিলেন।

প্রদ্যোত। কি বলছিলেন?

মঞ্জু। আপনারা Clinic করবার জন্যে আমাদের বাড়ির নিচেকার ঘরখানা ভাড়া চেয়েছেন?

প্রদ্যোত। হ্যাঁ, Clinic না হলে বড় অসুবিধা। এ যুগে প্র্যাক্‌টিস করা যায় না। নাড়ী ধরে ডায়োগনিসিস ঠিক করতে পারে না। তোমাদের ঘরটা খুব ভাল হবে।

মঞ্জু। দাদু তাই বলছিলেন। মঞ্জুকে না হয় এই বাড়িটাই দেওয়া যাবে। দীপেনের জন্যে কলকাতায় আবার বাড়ি করে দেব। বলছিলেন—ডাক্তারের যে রকম পসার জমেছে এর মধ্যে তাতে এখানে বসলেই ওর ভাল হবে। ঘরটা ভাল করে মেরামত করাতে হবে। (হাসিতে লাগিল) আবার কি বলবেন?

প্রদ্যোত। আমি এখানে প্র্যাক্‌টিস করলে এই জীবন মশায়ের আরোগ্য নিকেতন কিনে বাড়ি করব। ওখানে বসে প্র্যাক্‌টিস করব।

মঞ্জু। কেন আমার বাড়িতে বাস করলে তোমার সম্মানের হানি হ'বে ?

প্রদ্যোত। সম্মান হানি ? না।

মঞ্জু। তবে ?

প্রদ্যোত। (পায়চারী করিয়া) বলব—আর একদিন বলব। আমার ভাগ্য আগে স্থির হোক।

মঞ্জু। (উঠিয়া) হেয়ালী ক'রে কি বলছেন বলুন তো ?

প্রদ্যোত। তোমার বয়স হ'ল কত ?

মঞ্জু। কেন ? আসল কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছেন !

প্রদ্যোত। না। বল না ? সাবালিকা হয়েছ ?

মঞ্জু। হয়েছি। আঠারো পার হয়েছি এবারেই। এইবার বলুন কি বলছিলেন ? ভাগ্য স্থির হোক মানে কি ?

প্রদ্যোত। আজ নয়। আর একদিন।

মঞ্জু। না। আজই বলতে হবে। আপনি কিছুদিন থেকেই যেন কেমন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছেন। আমি সেই কথাই জিজ্ঞাসা করতে চাই। আমি আগেই শুনেছিলাম মাসীমা কলকাতায় গেছেন। তিনি নেই, আপনাকে একলা পাব জেনেই আমি এসেছি।

প্রদ্যোত। ঠিক সময়ে বলব, শুনবে। অপেক্ষা কর। বিশ্বাস কর।

মঞ্জু। কিন্তু দাদুকে আপনি আজ কি চিঠি লিখেছেন ?

প্রদ্যোত। তাঁর উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তোমাকে কিছুই বলতে পারব না মঞ্জু, আমাকে তুমি মাফ্ কর।

মঞ্জু। আপনি আমায় প্রতারণা করবেন—এ আমি ভাবতে পারি নি।

প্রদ্যোত। প্রতারণা ? না। শোন মঞ্জু, আমার মা, আমার বাবা ভালবেসে বিবাহ করেছিলেন। আমার পিতামহ আমার মাকে পুত্রবধূ বলে স্বীকার করেন নি, আমার বাবা অকালে মারা গিয়েছিলেন—দুঃখেমর্মদাহে ; তবু আর বিবাহ করেন নি। আমার মা সেই দুঃখে আজও অন্তরে অন্তরে পুড়ে যাচ্ছেন। আমি আর যাই করি, ভালবেসে আমি প্রতারণা করব না।

মঞ্জু। তুমি আমাকে ভালবাস?

প্রদ্যোত। বাসি। তুমি চঞ্চল হয়োনা। তোমার দাদুর কাছ থেকে পত্রের উত্তর আগে আমাকে পেতে দাও। তারপর সব বলব।

মঞ্জু। আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে চললাম। আর আমি ভাবব না।

[প্রস্থান]

[শূন্য ঘর খানির জানালার কাঁচের ওধারে একখানি মুখ দেখা গেল। মুখখানি সাদা কাপড়ে ঢাকা। চোখের কাছে ছিদ্র। জানালাটা খুলিয়া গেল। মুখটা বারেকের জন্য সরিয়া গেল। তাহার পর আবার ঢুকিল, কাপড়টা তুলিল। দেখা গেল, দাঁতুর মুখ। সে জানালার ধারে রাখা একটা টেবিলের উপর হইতে প্লেটে রাখা কয়েকটা উচ্ছিষ্ট খাদ্য তুলিয়া খাইতে লাগিল। নেপথ্যে শশীর কণ্ঠস্বর, সে জামায় হাত পুঁছিতে পুঁছিতে প্রবেশ করিল]

শশী। ওষুদের দোকানদার—ভ্যাট্ বিনয়।

[কণ্ঠস্বর শুনিবা মাত্র দাঁতু হাত সরাইয়া লইল। জানালাটি ঠেলিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া টুপ করিয়া নিচে বসিয়া পড়িল]

[শশীব প্রবেশ, প্রদ্যোতের হাতে এক্স-রে'র খাম]

শশী। ওই বিনয় ঘোষের ম্যানটা—মানে স্যার—

প্রদ্যোত। হ্যাঁ লোকটা, আমি বুঝেছি শশীবাবু আপনি সোজা করে কথা বলুন; আমি আপনাকে বারবার বলেছি ওই ভাবে ইংরিজীও বলবেন না, মানেও করবেন না।

শশী। Yes Sir; এটা এক্স-রে প্লেট। (প্রদ্যোৎকে একটি খাম দিল) সন্ধ্যায় লোকটা যাচ্ছিল, ফটকের সামনে আমি standing মানে দণ্ডায়মান ছিলাম। বিনয়ের ম্যান দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—কি রে, হাতে কি, কোথায় যাবি? ডঙ্কিটা মানে গর্দভটা বলে—জীবন মশায়ের কাছে। এটা দিতে! ননসেন্স! এক্স-রে প্লেট জীবন মশায়ের কাছে? ভাগ! এ আমাদের ডাক্তার বাবুর। কেড়ে নিয়ে ভাগিয়ে দিলাম—।

প্রদ্যোত। (প্লেট বাহির করিয়া পড়িতে পড়িতে) আমি তো কোন পেশেণ্ট পাঠাই নি ইদানিং! (পড়িলেন) অভয়া দেবী। (চোখ তুলিয়া স্থির দৃষ্টিতে চাহিলেন) অভয়া দেবী! (রিপোর্ট পড়িলেন) No lung infection seen. (উঠিলেন এবং আলোর সামনে প্লেট ধরিয়া দেখিলেন) No lung infection—নাঃ কিছু নেই। (ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন এবং খামে সব পুরিলেন) এটা জীবন মশায়েরই বটে। তাঁর কাছেই পাঠিয়ে দিন।

[বাড়াইয়া ধরিলেন]

শশী। জীবন মশায়ের?

প্রদ্যোত। হ্যাঁ। অভয়া দেবী বলে সেই বিধবা মহিলাটির বুকের এক্স-রে প্লেট।

শশী। অভয়ার টি. বি.—

প্রদ্যোত। হয় নি। কিছু পাওয়া যায় নি। পাঠিয়ে দিন ওটা যাঁর তাঁর কাছে।

শশী। Old manটার নাড়ী জ্ঞান অদ্ভুত স্যার। সেদিনও স্যার—, এই সেদিন—ওই ছেলেটার—

প্রদ্যোত। আপনি যান শশীবাবু। ওটা ওঁকে পাঠিয়ে দেবেন।

শশী। ওয়ান থিং, মানে একটা কথা বলবার আছে স্যার। খুব মানে ভেরী ইম্পর্টাণ্ট।

প্রদ্যোত। পরে শুনব। কাল।

শশী। বাট্, মানে কিন্তু ভেরী ভেরী ইম্পর্টাণ্ট, আরজেণ্ট,—হাসপাতালের রোগীরা বড় ভয় পাচ্ছে। সব বলছে পালাবে।

প্রদ্যোত। কেন? সেই ভূতের ভয়?

শশী। হ্যাঁ স্যার। হেসে উড়িয়ে দেবার নয় স্যার। ওখানটায় আগে কবরখানা ছিল। ওই কোণে একটা বিগ বেনিয়ান ট্রি ছিল,—মানে বিশাল বট বৃক্ষ—সেখানে লোকে ভয় পেত—। সেইখানে হাসপাতাল হয়েছে। দাঁতু সেদিন বাইরে উঠে শ্বেত বস্ত্রাবৃত কি দেখেছে—

প্রদ্যোত। আজ আপনি যান শশীবাবু। কাল যা হয় করব। কাল।

[শশী হতাশাসূচক হাত নাড়িয়া চলিয়া গেল]

[প্রদ্যোত আসিয়া ছবির আলমারীর পর্দা খুলিল]

(নেপথ্যে) ভুবন। ডাক্তার!

[প্রদ্যোত পর্দা টানিয়া দিল। ভুবন রায় প্রবেশ করিলেন]

ভুবন। তোমার চিঠির উত্তর চেয়েছিলে, আমি নিজে এসেছি ডাক্তার।

প্রদ্যোত। বসুন। মদ্যপানের আপনি মাত্রা ছাড়াচ্ছেন রায় মশায়। আমি আপনার ডাক্তার। তাই বলছি।

ভুবন। বেড়েছে। কিন্তু শরীরও ভাল হয়েছে। তুমি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছ। আজ আমি মামলা জিতেছি। বাড়িতে উৎসব করছি। একটু ভোগ করব বই কি। তবে আজ একটু বেশী খেয়েছি। কিন্তু এসব তুমি কি লিখেছ!

প্রদ্যোত। আমার মত জানিয়েছি রায় মশায়। মঞ্জুকে আমি বিবাহ করতে চাই। কিন্তু রেজেষ্ট্রী ক'রে আইনসম্মত পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে করব না। কোন ধর্মমতে বিবাহ, সে আমি পারব না।

ভুবন। কেন?

[প্রদ্যোত চুপ করিয়া রহিল]

ভুবন। ডাক্তার! বল!

প্রদ্যোত। ধরুন ধর্ম আমি মানি না।

ভুবন। তুমি মান না, কিন্তু তোমার মা মানেন, আমি মানি, মঞ্জু মানে। সে ক্ষেত্রে আমি বলি—দুই মতই মানা হোক। যেমন সামাজিক বিবাহ হয় হোক—তারপর রেজেষ্ট্রীও কর।

প্রদ্যোত। (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) সামাজিক বিবাহে গোত্রের প্রয়োজন; পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের, বৃদ্ধ প্রপিতামহের নামের প্রয়োজন হয় ভুবনবাবু—

ভুবন। ডাক্তার! ডাক্তার!

[চাপা আতঙ্কিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন]

প্রদ্যোত। আমার বংশ-পরিচয় আমি প্রকাশ করতে পারব না; আমার তাতে অধিকার নেই ভুবন বাবু। আমার পরিচয় আমি—আমার কর্ম। আমি মিথ্যা বলি না। আপনাকে আমি সব অকপটে বললাম রায় মশায়। মঞ্জুকে আমি ভালবাসি।

ভুবন। ডাক্তার, চুপ কর। ডাক্তার চুপ কর। আমি চলে যাচ্ছি। আমি চলে যাচ্ছি। এ হয় না ডাক্তার, এ হয় না। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ, একবার নয়—ত্ববার। সেবার বাঁচিয়েছ প্রাণ—এবার বাঁচালে ধর্ম, জাত। তোমাকে ধন্যবাদ। ডাক্তার—

প্রদ্যোত। আমি কিন্তু মঞ্জুকে একবার জানাব ভুবন বাবু। তার কাছে আমি প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ।

ভুবন। ডাক্তার, তার আগে তোমার পরিচয় উদ্ধার করে আন। মঞ্জুর অভিভাবক একা আমি নই। মঞ্জুর বাপ আছে। ডাক্তাব, মঞ্জু যদি তোমাকে বিবাহই করে আমাদের অমতে—তবে তোমাদের যে সন্তান হবে তারা জিজ্ঞাসা করবে তোমাকে—বাবা, তোমার বাবা কে ছিল—কেমন ছিল? তার বাবা, তিনি কেমন ছিলেন? তার বাবা—?

প্রদ্যোত। ভুবন বাবু! ভুবন বাবু!

(নেপথ্যে) সুধাদেবী। প্রদ্যোত!

প্রদ্যোত। (চমকিয়া উঠিল) মা!

[সুধাদেবীর প্রবেশ। অত্যন্ত ক্লান্ত তিনি। পিছনে গোপালের হাতে সুটকেস]

সুধা। ফিরে এলাম প্রদ্যোত। তোকে রেখে এখান থেকে চলে গিয়ে শান্তি পেলাম না। মনে হ'ল এখানে তুই ওঁর সঙ্গে—। (ভুবন রায়কে দেখিযা স্তব্ধ হইয়া গেলেন) আপনি!

প্রদ্যোত। আপনি আজ যান রায় মশায়। আমার কথা আমি বলেছি। আপনারা ওকথা ভুলে যাবেন। আমিও ভুলে যাব। মঞ্জুকেও ভুলে যেতে বলবেন। আজ থেকে আমি শুধু ডাক্তার। তা ছাড়া আর কিছুই নই।

[ভুবন রায় নত মস্তকে চলিয়া গেলেন]

সুধা। তুই এখান থেকে চলে চল প্রদ্যোত। আমার কথা শোন।

প্রদ্যোত। না মা। সে হয় না। পালিয়ে আমি যাব না। যেতে পারব না।

[প্রস্থান]

সুধা। প্রদ্যোত!

(নেপথ্যে) প্রদ্যোত। না মা—না।

[সুধাদেবী আসনে লুটাইয়া পড়িলেন]

[নেপথ্য হইতে আর্তকণ্ঠে মঞ্জু ডাকিল]

(নেপথ্যে) মঞ্জু। প্রদ্যোত বাবু! প্রদ্যোত বাবু! ডাক্তার বাবু!

[প্রদ্যোতের প্রবেশ]

প্রদ্যোত। মঞ্জু! (উঠিল এবং বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল) মঞ্জু!

[মঞ্জু দরজার সামনে দাঁড়াইল। তাহার পিছনে লণ্ঠন লইয়া একজন লোক]

মঞ্জু। এখুনি আসুন আপনি ডাক্তার বাবু—। দীপেন—

প্রদ্যোত। কি? দীপেন কি?

মঞ্জু। জানি না। বুকে যন্ত্রণা। এখুনি আসুন।

[প্রদ্যোত কল ব্যাগ হাতে তুলিয়া লইল]

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

আরোগ্য নিকেতন। ঘর শূন্য।

[কিশোর ডাকিতেছে বাহির হইতে। বাহিরে ঊষা দেখা দিয়াছে]

কিশোর। মশায়! মশায়! মশায়!

[মশায় ভিতর দিক হইতে প্রবেশ করিলেন]

মশায়। কে? কিশোর! এই ভোর বেলা? কি কিশোর?

[দরজা খুলিলেন। কিশোর প্রবেশ করিল]

মশায়। কোথায় কিশোর? এই ভোরবেলা—! কার কি হ'ল?—

কিশোর। একবার ভুবন রায় মশায়ের বাড়ি যেতে হবে। সময় নেই—

মশায়। কি হল ভুবন রায়ের?

কিশোর। ভুবন রায়ের নয়। ভুবন রায়ের দৌহিত্র—সেই ছেলেটির। হঠাৎ বুকে যন্ত্রণা। অজ্ঞান হয়ে গেছে। চারুবাবু—হাসপাতালের প্রদ্যোত বাবু—সব সেখানে। ভুবন রায় বুক চাপড়ে কাঁদছেন। আমাকে বললেন—একবার মশায়কে, কিশোর, একবার মশায়কে ডেকে আন। তিনি দেখুন একবার।

মশায়। আমি গিয়ে কি করব কিশোর? চারুবাবু, হাসপাতালের ডাক্তারের মত ডাক্তার সেখানে রয়েছে—

কিশোর। আপনি এই কথা বলবেন মশায়? মশায়?

মশায়। চল। না বলবার আমার অধিকার নেই। শক্তিও নেই। চল। জীবন-মৃত্যুমুখর পৃথিবীতে আমি শুধু মৃত্যুরই সাক্ষী হয়ে থাকি। কাল সারারাত্রি স্বামি-স্ত্রীতে তোমার কথা শুনে কেঁদেছি। ঘুমুই নি। সঙ্কল্প করেছিলাম—এই প্রভাতে উঠেই তার খোঁজে বেরুবার আয়োজন করব। চল।

[উভয়ের প্রস্থান]

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

ভুবন রায়ের কক্ষ

ভুবন। না-না! না! তোমায় যেতে আমি দেব না! আমার দীপেনকে তুমি বাঁচিয়ে দিয়ে যাও! ডাক্তার! দীপেনকে তুমি ভাল ক'রে দেখ। ইনজেকশন দাও! ডাক্তার!

[মদের বোতল তুলিলেন ও খাইলেন]

প্রদ্যোত। কিছু আর করবার নেই রায় মশায়। কিন্তু আপনি আর এ ভাবে মদ খাবেন না।

ভুবন। (বোতল নামাইয়া) খাব না? কিন্তু তুমি দীপেনকে আর একটা ইনজেকশন দাও। ওকে বাঁচাও। (কণ্ঠস্বর উচ্চ হইল) ডাক্তার—না বাঁচালে তোমাকে আমি ছাড়ব না। যেতে দেব না।

চারু। ভুবন বাবু, কি করছেন? ভুবন বাবু।

ভুবন। ভুবন বাবুর বুকের ভিতরে কি হচ্ছে বুঝতে পার তোমরা ডাক্তার? দীপেনকে নিয়ে আমার কত আশা, কত কল্পনা—সেই দীপেন—ও! (মদ্যপান) কি ক'রে আমি বাঁচব বলতে পার? (প্রদ্যোতকে) তুমি আমাকে বিষ দাও। পটাসিয়াম সায়ানায়েড! দাও। দিতে তোমাকে হবে!

প্রদ্যোত। না। আপনি সংযত হোন। হাত ছাড়ুন। আমাকে যেতে দিন।

ভুবন। না—না—না! দীপেনকে যদি বাঁচাতে না পারবে তবে আমাকে কেন বাঁচালে? কেন-কেন—কেন? তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ— আজ তোমাকেই দিতে হবে মরবার বিষ!

[কিশোরের প্রবেশ)

কিশোর। এ কি করছেন ভুবন বাবু? ছাড়ুন, ডাক্তারের হাত ছাড়ুন।

ভুবন। কিশোর! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল কিশোর। আমার দীপেন—

কিশোর। শুনলাম ভুবন বাবু। কিন্তু আপনি সংযত হোন, শান্ত হোন—

ভুবন। পারছি না। পারছি না।

[মশায় দুয়ারে দাঁড়াইলেন]

জীবন। পারতে যে হবে রায় মশাই। না পেরে তো উপায় নেই, পথ নেই।

ভুবন। সেন মশায়! মশায়!—আপনি একবার দেখুন মশায়, দয়া করে—। ওঃ, আপনাকে ডাকলে, দেখালে দীপেন আমার মরত না। কেন ডাকি নি আমি?

জীবন। না। আমার সাধ্যও হ'ত না। নতুন কালের চিকিৎসা—ওষুদ— অদ্ভুত। আমি তা জানি না। কিন্তু চিকিৎসা রোগ সারায়, মৃত্যুর গতিরোধ করে না। করবার জন্য নয়। আপনি শান্ত হোন—ডাক্তার বাবুর হাত ছাড়ুন, উনি চিকিৎসক – মৃত্যুর কাছে চিকিৎসকের লজ্জা নেই পরাজয় নেই—কিন্তু শোকার্তের সামনে দাঁড়ানো যায় না। ছাড়ুন।

ভুবন। ছেড়ে দেব? উনি চলে যাবেন অক্ষমতা জানিয়ে, আপনি চলে যাবেন সান্ত্বনার কথা বলে। উনি চলে যাবেন দু ফোঁটা চোখের জল ফেলে। আর আমি? ডাক্তার—আমাকে তুমি এই জন্যে বাঁচালে?

জীবন। আপনাকে একটা সত্যকথা বলি রায় মশায়। উনি আপনাকে বাঁচিয়েছেন সত্য—কিন্তু সর্বাগ্রে আপনি বাঁচতে চেয়েছিলেন। পৃথিবীতে মানুষ হয় তো বাঁচতে চায় সুখের জন্যে, ভোগের জন্যে, কিন্তু তার সঙ্গে শোক দুঃখ অনিবার্য। বাঁচতে হ'লে ওটা মেনে নিয়ে বাঁচতে হয়। সংসারে যারা অমর হওয়ার তপস্যা করে, রায় মশায় তাদের আগে জয় করতে হয় শোক দুঃখকে।

ভুবন। জানি। জানি। ওসব আমি জানি।

জীবন। জানেন, কিন্তু বোঝেন না। সাধারণ মানুষ জেনেও বোঝে না। মূল্য দিয়ে বুঝতে হয়। রায় মশায়, সেই জন্যে মানুষের বয়স হ'লে—

মমতার সংসার বৃদ্ধি পেলে—মৃত্যু হতে পারে এমন ব্যাধিতে আমরা বলি—ওষুদ খেয়োনা, আর বাঁচতে চেয়োনা, অনেক দেখলে—অনেক করলে—আর কেন ; সংসার থেকে দূরে গিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর। ঈশ্বর মান,—তীর্থস্থলে গিয়ে দেবতার মন্দিরের চূড়ার দিকে তাকিয়ে থাক। ঈশ্বর না মান,—নির্জনে মৃত্যু ভয়কে জয় করবার চেষ্টা কর। কোন বিরাট কীর্তির ধ্বংসের দিকে তাকাও। আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন রায় মশায়। একমাত্র পুত্র। অনেক আশা করেছিলাম তাকে নিয়ে। ইউরোপের নূতন আশ্চর্য চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ত ক'রে আনবে। মশায় বংশের আশয়কে বিপুল করে তুলবে। ডাক্তারী পড়তে দিলাম। ডাক্তার হল সে। কিন্তু মৃত্যু বুকে শেল। হেনে কেড়ে নিলে তাকে। সে নিজে ঝাপিয়ে পড়ল তার বুকে। সে গেল, তীর্থে তবু যেতে পারলাম না। শুনেছিলাম সে গোপনে বিবাহ করেছিল। অজ্ঞাতকুলশীলা। তার পুত্র ছিল। না পারলাম স্বীকার করতে, না পারলাম খুঁজতে, না পারলাম প্রকাশ করতে, না পারলাম মমতা ত্যাগ করতে—শুধু মনে মনে ফিরে আয় ফিরে আয়, বলে মিছে ডেকে সারা হ'লাম। কাঁদুন—মনে মনে কাঁদুন, ডাক্তারকে ছেড়ে দিন। (হঠাৎ চঞ্চল হইয়া) পরমানন্দ মাধব। পরমানন্দ মাধব। আমি যাই—আমি যাই।

[মশায় দরজার বাহির পর্যন্ত গেলেন]

ভুবন। যাও, ডাক্তার তুমি যাও।

[হাত ছাড়িয়া দিলেন]

প্রদ্যোত। মশায়! মশায়!

[মশায় দাঁড়াইলেন]

ভুবন। একটা অনুরোধ। ডাক্তার আমার অনুরোধ—মঞ্জুর অনুরোধ, ডাক্তার—

প্রদ্যোত। মশায়! মশায়!

[দ্রুত অনুসরণ করিতে গিয়া—দরজার বাজু ধরিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং টলিতে টলিতে পড়িয়া গেলেন।

[মশায় ফিরিলেন]

মশায়। ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু!

ভুবন। ডাক্তার! ডাক্তার!

[মশায় ঝুঁকিয়া পড়িলেন]

চতুর্থ অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[হাসপাতাল। ডাক্তারের আপিস বা ঘরের বারান্দা।
ঘরের ভিতর হইতে বারান্দার অংশ দেখা যাইতেছে।
চারুবাবু, কিশোর ও নূতন ডাক্তার]

নূতন ডাক্তার। সিভিল সার্জেন আমাকে ডেকে বললেন—আজই গিয়ে তুমি নবগ্রামের হেল্‌থ সেণ্টারের চার্জ নাও। প্রদ্যোত বাবুর অসুখ। পঞ্চাশ বেড হস্‌পিটাল, যাকে তাকে পাঠাতে পারব না। কি হয়েছে প্রদ্যোত বাবুর ?

চারুবাবু। ঠিক বুঝতে পারছি না। মাথায় মধ্যে মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা ওঠে। একদিন দুদিন—তিনদিন পর্যন্ত থাকে। সারিডন, এ্যাসপিরিন খেলে টেম্‌পোরারি রিলিফ হয়, কিন্তু যায় না। মধ্যে মধ্যে অজ্ঞানের মত হয়ে যান। অত্যন্ত উগ্র হয়ে ওঠেন—ভায়লেণ্ট বলতে পারেন। Yes, Yes, ভায়লেণ্ট।

কিশোর। ভদ্রলোক বড় বেশী পরিশ্রম করেছেন ; Over-strain করেছেন নিজেকে। শারীরিক মানসিক দু-দিকেই অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছেন। প্রতিভাশালী লোক। কয়েকটা কেস যা উনি বাঁচিয়েছেন এখানকার এক বিখ্যাত কবিরাজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে—

চারু। Yes—wonderfu —অদ্ভুত।

কিশোর। আর তেমনি কর্তব্যনিষ্ঠ! দিনরাত পরিশ্রম করেছেন। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন একটা শক পেলেন। সেই শকে—

চারু। Yes, yes, ভুবনবাবু যে ভাবে ওঁর হাত ধরেছিলেন সে দিন। আমি সুদ্ধ অশ্বস্তি বোধ করছিলাম।

কিশোর। সেই শকেই সূত্রপাত। বেরিয়ে আসতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। সিভিল সার্জেন বলে গেলেন—He requires rest.

চারু। No, No, No ; কিশোরবাবু—, No ; এত সোজা নয়। রোগটি জটিল। সিভিল সার্জেন একদিন দেখে গেছেন। আমি আজ পনের দিন দেখছি। তা ছাড়া জীবন সেন মশায় আমাকে বলেছেন - চারুবাবু, রোগ জটিল।

কিশোর। কি বলছেন জীবন মশায় ? কই আমাকে তো কিছু বলেন নি !

চারু। আমাকে বলেছেন। প্রথম দিন ভুবন রায়ের বাড়িতে—অজ্ঞান ডাক্তারের নাড়ী ধরে কেমন চমকে উঠেছিলেন মনে আছে ? সেদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি বলেছিলেন—চারুবাবু, এই ডাক্তারটি বোধ হয় ঠিক বলেছে—আমার বয়স হয়েছে। বোধ হয় সে অনুভব শক্তি আমার নেই। আপনিও তো ছিলেন।

কিশোর। হ্যাঁ।

চারু। হ্যাঁ। তারপর ক'দিনই তো দেখতে এসেছেন। ওই এসেছেন—বসে দেখেছেন—চলে গেছেন। হাতটা দেখেন নি। সেদিন—প্রদ্যোত বাবুর মা বললেন—আপনি একবার নাড়ী দেখুন। চমকে উঠলেন মশায়। বললেন—আমাকে বলছেন মা ? প্রদ্যোত বাবুর মা বললেন—হ্যাঁ। আপনার এখানে এত নাম— ! মশায় বললেন—না—মা। না। সে সব সে কালের ব্যাপার। চিকিৎসার তখন এত উন্নতি হয় নি। এ-কালে ; —না মা। আমি হাত দেখে কি করব ? প্রদ্যোত ডাক্তার নিজেই—Yes, নিজেই হাত বাড়িয়ে বললে—দেখুন। মশায় দেখলেন—দেখে হাতখানি নামিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—আমি ঠিক বোধ হয় বুঝতে পারছি না। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন—আচ্ছা বলুন তো—এই ধরনের মাথার যন্ত্রণা আপনার বংশে আছে কিনা ?

আপনার পিতার পিতামহের কি প্রপিতামহের ? মাথার যন্ত্রণা ? কিংবা মাথার গোলমাল ? মাই গ্যাড্, প্রদ্যোত স্থির দৃষ্টিতে মশায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে—আগে বলুন—আপনাদের বংশে আছে ? মশায় উঠে চলে এলেন।

কিশোর। আমি তো শুনি নি এ কথা। কই বলেন নি তো ?

চারু। মাই গ্যাড। এ কি বলার কথা কিশোরবাবু ? আমি মশায় হতভম্ব হয়ে গেলাম। Yes—একেবারে যাকে বলে স্তম্ভিত ! প্রদ্যোতবাবুর মা পাশের ঘরে ছিলেন—তিনি ছুটে এলেন—প্রদ্যোত ! প্রদ্যোত ! প্রদ্যোতের তখন আবার মাথায় যন্ত্রণা উঠেছে। ওরই মধ্যে চিৎকার করে উঠল—না মা না। ডেকোনা। ডেকোনা। তারপর আবার বলে উঠল—উনি ওকথা জিজ্ঞাসা করলে—আর কি বলব বলতে পার ? সব মিথ্যে মা। মনের আবেগে মানুষ যা বলে তাকে সত্য বলে মনে করো না। ও সেই দুঃখী কাঠুরের মৃত্যুকে ডাকার গল্প—মৃত্যু এলে বলে কাঠের বোঝা তুলে দাও। কিশোরবাবু—প্রদ্যোতের শুধু মাথার যন্ত্রণাই নয়। মাঝে মাঝে মিনিংলেস—Yes, মিনিংলেস কথা বলছে।

কিশোর। মশায় তো রোজই আসেন শুনেছি।

চারু। আসেন। কিন্তু হাসপাতালে আর ঢোকেন না। বাইরে থেকে খবর নিয়ে চলে যান। যাক। আপনি মশায় চার্জ নিয়ে নিন, আমি মশায় বাঁচি—। মাই গ্যাড্, একি আমার পোষায় মশায় ? সকাল আটটায় হাসপাতাল—ফের বিকেল ; আবার রাত্রে যদি রোগীর অবস্থা খারাপ হল তো তখনই ছোটো।

[নেপথ্যে কাতর ব্যক্তির ক্রুদ্ধস্বরের চিৎকার ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দাঁতু ঘোষাল]

(নেপথ্যে) দাঁতু। না-না। আমি থাকব না। থাকতে পারব না। শুকিয়ে মরতে আমি পারব না।

[অফিস ঘরের জানলায় তাকে দেখা গেল। সে প্রায় পাগলের মত চলিয়া যাইতেছে—তাহার পিছনে নার্স। শশী কম্পাউণ্ডার]

চারুবাবু। (উঠিলেন ও দেখিলেন) দাঁতু! দাঁতু ঘোষাল।

[দাঁতুর প্রবেশ—পিছনে শশী]

শশী। দাঁতু চলে যাচ্ছে স্যার। বলছে—না খেয়ে উপোস করে থাকতে পারবে না।

দাঁতু। না—পারব না। ভাল হতে এসে না খেয়ে আমি মরে যাব। বার্লি—ওই জল বার্লিতে আমার বমি আসছে। আমি গাঁজা খাই। গাঁজা না খেয়ে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবার মত কষ্ট হচ্ছে। আমি চলে যাব। থাকব না আমি।

প্রদ্যোত ডাক্তারের প্রবেশ, কপালে জলের পটি—শ্রান্ত ক্লান্ত শরীর। আসিয়া দরজার বাজুতে হাত ধরিয়া দাঁড়াইল]

চারু। একি আপনি? আপনি উঠে এসেছেন?

প্রদ্যোত। হ্যাঁ, আজ আমি ভাল আছি। (দাঁতুকে) যাও। তুমি যাও। জীবন মশায়ের নিদান সফল হোক। ছেড়ে দিন ওকে। হাসপাতাল প্রেতমুক্ত হোক।

দাঁতু। আমার কুষ্ঠীতে এখনও দশবৎসর পরমায়ু; আমি মরব না। আমি এমনি ক'রেই বাঁচব। জীবন মশায়ের নিদানও ফলবে না, তোমারও ফলবে না।

প্রদ্যোত। না। তুমি বাঁচবে না। তুমি যাও। মশায় বলেছিলেন—রিপু তোমাকে আশ্রয় করেছে। আমি বলছি—মৃত্যু। মৃত্যু তোমাকে বঁড়শী গাঁথা মাছের মত টানছে। আমার মাথার যন্ত্রণায় ঘুম হয় না। আমি দেখেছি—প্রেতের মত গভীর রাত্রে উঠে তুমি রোগীদের উচ্ছিষ্ট চুরি করে খেয়ে বেড়াও। আমার ঘরের জানালা ঠেলে টেবিলের উপর থেকে খাবার খোঁজ। তুমি যাও।

[দাঁতু শুনিতে শুনিতে পিছাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। এই কথাবার্তা, চলাফেরা আদৌ হাস্যকর নয়। বরং একটা ভীতিপ্রদ ঘৃণার সঞ্চার করে। বাহির হইয়া গিয়া বাহির হইতে সে চিৎকার করিয়া বলিল। ইতিমধ্যে প্রদ্যোত বলিতেছিল]

প্রদ্যোত। এই সব রোগীদের মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। মশায় বলছিলেন—প্রবৃত্তি রিপু হয়; হ্যাঁ হয়। রিপুকে সুস্থ প্রবৃত্তিতে পরিণত করতে হবে।

[সুধা প্রবেশ করিল]

সুধা। তুই উঠে এসেছিস ?

(নেপথ্যে) দাঁতু। মশায় হাতুড়ে! আর তুই ? ওরে যে বাপ ঠাকুরদার নাম জানে না—সে দিগ্‌গজ হয় না। তার কথা কখনও ফলে না। আমি শুনেছি—ভুবন রায়কে যা বলেছিস শুনেছি। ভুবন রায় নাতনীর বিয়ে ভেঙে দিয়েছে।

[প্রদ্যোত ক্রোধে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। সুধা তাহার কাছে আসিয়া হাত ধরিল]

সুধা। প্রদ্যোত! প্রদ্যোত! ওরে!

[সেই মুহূর্তে প্রবেশ করিল মঞ্জু। হাতে একটা সুটকেশ]

[প্রদ্যোত ফিরিয়া মা ও মঞ্জুর হাত ধরিয়া ঘরের দিকে চলিতে সুরু করিল]

সুধা। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) কিশোর বাবু, একবার মশায়কে আসতে বলবেন—একবার! ওঁর কাছে ওষুধ আছে—ওঁর ছেলের এমনি মাথা-ধরা ছিল আমি শুনেছি—;

প্রদ্যোত। (কাতরস্বরে) মা! না—মা—না!

সুধা। (দৃঢ়স্বরে) না নয়। আমি শুনব না।

[তিনজনের প্রস্থান]

নূতন ডাক্তার। ব্লাড প্রেসার—

চারু। সেকি না দেখেছি স্যার—!

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

জীবন মশায়ের বাড়ি

[মরি বষ্টুমী গান গাহিতেছে]

[আতর বউ, অভয়া বসিয়া আছে। দেওয়ালে সত্যবন্ধুর ছবি টাঙানো]

মনেছিল আশা   হ'লে বৃদ্ধ দশা
গোপাল পুষিবে শেষে।
সে আশা ফুরাল   গোপাল হারাল
কোথা কোন দুর দেশে।

[মশায় আসিয়া দাঁড়াইলেন]

জীবন। ও গান আর কত শুনবে আতর বউ?

আতর। আর কোন্ গান শুনব বল? ওই তো আমার প্রাণের কথা!

জীবন। ও তো দুঃখের কাছে হার মানা!

আতর। তোমার মত দুঃখের কাছে হার না-মেনে তো থাকতে সকলে পারে না! আমি পারি নি। পারি না। সত্য ক'রে বলতো—সত্যই তোমার দুঃখ হয় না?

জীবন। আতর বউ, সেদিন ভুবনরায়কে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে হঠাৎ বুঝতে পারলাম—দুঃখ ভোলা দূরের কথা, দুঃখের পাথার আমার অন্তরে। পিতৃপুরুষের দীক্ষা আর আয়ুর্বেদের শিক্ষা—এরই মাটি আর পাথরের দুই বাহু দিয়ে সে ধরা আছে। নিথর নিস্তরঙ্গ হয়ে থাকে। (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) সত্যবন্ধু বেঁচে থাকলে কম দুঃখ পেত না, কম আশাভঙ্গ হ'ত না—

আতর। কি বললে?

জীবন। সে তার ওই বিধর্মী স্ত্রী আর তার গর্ভের সন্তান নিয়ে এসে দাঁড়াবার

কথা ভাব। কদিন থেকে আমি শুধু সেই কথাই ভাবছি। (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) অভয়া মায়ের কাছে যে ছবিখানা ছিল—সেখানা ছিঁড়ে ফেলেছ, নয় ? কেমন দেখতে ছিল—দেখতেও পেলাম না। মনে পড়ে তোমার অভয়া মা ? কার মত বল দেখি !

[অভয়া চমকিয়া উঠিল]

অভয়া। কার মত !

(নেপথ্যে) কিশোর। মশায় !

মশায়। কিশোর !

[উঠিয়া বাহিরে গেলেন]

অভয়া। (আত্মগত ভাবে) কার মত !

আতর। মরি—তুই গা। তুই গানটা শেষ কর !

মরি। ও গান থাক মা। অন্য কিছু গাই।

আতর। (হাসিয়া) তাই গা।

[মরি আবার ধরিল]

[মশায়ের প্রবেশ]

মশায়। আমি একবার হাসপাতালে যাচ্ছি। ডাক্তারকে একবার দেখে আসি। ডাক্তারের যন্ত্রণা আবার বেড়েছে।

আতর। না। ডাক্তার তোমাকে ওই কথা বলার পর তুমি কি বলে যাবে ? কোন্ মুখে ওখানে গিয়ে দাঁড়াবে ?

মশায়। ডাক্তারের মা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বড় ভাল মেয়ে। যেন কত দুঃখ ! আমাদের সেই কৌলিক বেতের বাক্সটা !

[ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া বাক্সটা লইয়া বাহির হইয়া গেলেন]

[অভয়ার যেন কি মনে পড়িয়া গিয়াছে সে এমনই ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিল]

[মরি গান সুরু করিল। গানের মধ্যেই অভয়া উঠিল এবং বাহিরে গেল। আবার ফিরিল। গান থামিতেই বলিল]

অভয়া। আমি একবার হাসপাতালে যাচ্ছি। ডাক্তারকে দেখে আসি। ডাক্তারের মা—যেন কত চেনা। আশ্চর্য ! আমি আসছি খুড়ীমা।

[প্রস্থান]

মরি। আমি যাই। অভয়া মা দাঁড়াও, দাঁড়াও ! আহা-হা ! নতুন ডাক্তার আমার সোনার গৌর, তাপিততারণ ! আমিও যাই মা তোমার সঙ্গে। দাঁড়াও।

[প্রস্থান]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

হাসপাতালের আপিস ঘর

[সুধা দেবী ও কিশোর

সুধা। আপনাকে আমার সব কথা বলবার ক্ষমতা নেই কিশোর বাবু। আমার বিপদ আপনি বুঝছেন। এখানে আপনিই আমাদের ভরসা।

কিশোর। এমন ক'রে কেন বলছেন দিদি। আপনি আমার সমবয়সী; দিদিই বলব আপনাকে। আপনি ভাববেন না। ভয় কি? যদি বেশী ভয় হয় কলকাতা চলে যান। মশায়কে ডেকেছেন—দেখুন উনি কি বলেন।

সুধা। ওঁর ওষুদে ভাল হবে বলেই ওঁকে ডেকেছি। আমার বিশ্বাস আছে। আজই বোধ হয় ভাগ্য আমার নির্ণয় হয়ে যাবে। আপনি—

কিশোর। না—না। ভাগ্য নির্ণয়ের কিছু নেই এতে। এত উতলা হবেন না আপনি।

সুধা। আপনাকে সব কথা এখন বলতে পারব না, সময় নেই। আপনি যদি একবার ভুবন রায় মশায়কে আসতে বলেন। জানি তিনি শোকার্ত। কিন্তু মঞ্জু চলে এসেছে এখানে। আপনি হয়তো কিছু শুনেছেন। এ সময় রায় মশায়কে একবার প্রয়োজন। এক্ষুনি। আপনি নিজে গেলে কথা ঠেলতে পারবেন না।

কিশোর। আমি যাচ্ছি—তাঁকে নিয়ে আসছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

[প্রস্থান]

[সুধা দেবী হাত জোড় করিয়া উপরের দিকে চাহিলেন। এদিকে মঞ্জু প্রবেশ করিল]

মঞ্জু। কিশোর বাবুকে কেন পাঠালেন মাসীমা? তার দরকার ছিল না। দাদুর কাছে আমি শেষ কথা বলেই চলে এসেছি। তাঁর কুল-গোত্র-বংশ

পরিচয় প্রয়োজন আছে—আমার নেই। আমার প্রয়োজন মনুষ্যত্বের পরিচয়ের, সে পরিচয় আমি পেয়েছি। সেইজন্যই আমি চলে এসেছি।

সুধা। (মাথার উপর হাত রাখিলেন) তোমাকে আশীর্বাদ করি, অসীম সৌভাগ্যের অধিকারিণী হও। তবু মা—প্রয়োজন আছে। মা, অমৃত যা তা অমৃতই। মাটির পাত্রে রাখলেও তা অমৃত—সোনার পাত্রে রাখলেও তা অমৃত। পাত্র একটা চাই মা। জীবনে পরিচয় একটা চাই। পরিচয়ের গৌরবে মানুষ ধন্য হয় না মা; মানুষের গৌরবে পরিচয় ধন্য হয়। তার জন্যেও পরিচয় চাই।

[অভয়ার প্রবেশ]

[অভয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কাছে আসিলেন—মুখ তুলিয়া ধরিলেন]

অভয়া। তোমাকে আমি চিনেছি, তোমাকে আমি চিনেছি। প্রথম থেকেই মনে হয়েছে কত চেনা, আশ্চর্য, মনে করতেও পারি নি। তুমি—তুমি—! অনেক দুঃখ সয়েছ। মুখে তার অনেক ছাপ পড়েছে। অনেক বদলেছ। ঠাকুরপো কত কত গল্প করেছে। কেন তুমি তাকে দুঃখ দিয়ে চলে গেলে?

সুধা। অভিমানে। দুঃখে। বাবা এলেন, আমাকে কেড়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি বললাম, নিয়ে চল তোমার বাড়ি। তিনি ষড়যন্ত্রের সন্দেহ করলেন—তিনি তাঁর বাবাকে ভয় করলেন। আমাকে বললেন—বাবা আমার নিষ্ঠুর, কিন্তু তাঁর জাত নিয়ে তাঁকে বিপন্ন করতে পারব না। তোমার উদ্দেশ্য তাই। আমার অভিমান হল। ছেলেকে নিয়ে চলে গেলাম ঢাকায় চাকরি পেয়ে। এক বছর পরে খবর পেলাম—তিনি নেই।

মঞ্জু। মাসীমা! তা হলে—তা হলে—

[ওদিক হইতে প্রদ্যোতের উচ্চ কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল]

(নেপথ্যে) প্রদ্যোত। আগে বলুন—কি হয়েছিল আপনার ছেলের—আমি

নিজে চিকিৎসক—আমি শুনব, মিলিয়ে দেখব। বলুন আপনি! আমার সঙ্গে তার কি মিল পাচ্ছেন ?

[অভয়ার কথার শেষাংশের সঙ্গে একসঙ্গে কথাগুলি ভাসিয়া আসিল]

সুধা। (চাপা গলায়) চুপ কর! চুপ কর!

[অঙ্গুলি ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিল]

(নেপথ্যে) প্রদ্যোত। বলুন ?

[সুধা অগ্রসর হইলেন—মঞ্জু সর্বাগ্রে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। একজন নার্স আসিল]

সুধা। তোমরা যেয়ো না। এখন কেউ ও ঘরে এসো না।

[প্রস্থান]

অভয়া। (অবরুদ্ধ কণ্ঠে) খুড়ী মা! খুড়ী মা! খুড়ী মা! তোমার হারান ধন আমি পেয়েছি!

[বিপরীত দিকে প্রস্থান]

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[অর্ধশায়িত প্রদ্যোত এবং জীবন মশায়। জীবন মশায়ের হাতে ওষুদের থল]

প্রদ্যোতের বাসার কক্ষ।

মশায়। (ধীর শান্ত কণ্ঠে) উপসর্গগুলি যা বললাম—মিলল আপনার সঙ্গে? বলুন?

প্রদ্যোত। মিলেছে।

মশায়। এ রোগ আমাদের বংশগত। দীর্ঘ-চিকিৎসক জীবনে আর কারুর দেখিনি। আমারও হয়েছিল। আমার ছেলে এই রোগ উপলক্ষ্য করে মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল। মস্তিষ্ক বিকারে ক্ষুব্ধ অন্তরে সে করলে মদ্যপান—। সে অনেক কথা (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন) এতকাল পর আপনার মধ্যে দেখছি—সেই রোগ। এ যদি আপনার বংশগত ব্যাধি হয়—তবে এই ওষুদ অব্যর্থ।

প্রদ্যোত। অব্যর্থ! আপনার ওষুদ যদি অব্যর্থ হয়—তবে আপনার ছেলেকে সময়ে সে ওষুদ দেন নি-কেন? নিদান হেঁকেছিলেন কেন? মৃত্যুকালে দুধ গঙ্গাজল দিয়েছিলেন কেন?

মশায়। (থলটি রাখিলেন এবং হাসিয়া) আপনি নিজে চিকিৎসক ডাক্তার-বাবু,—

প্রদ্যোত। আপনি আমাকে তুমি বলবেন—প্রদ্যোত বলবেন। আপনি আমার পিতামহের বয়সী!

মশায়। না—না। বয়সে নবীন হলেও—জ্ঞানে সাধনায়—

প্রদ্যোত। আপনাকে হাত জোড় করছি।

মশায়। ভাল তাই বলছি। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি চিকিৎসক তুমি—তুমি বল—তোমাদের যুগের এই অদ্ভুত শক্তিশালী ওষুদ কি সর্বক্ষেত্রে অব্যর্থ? ব্যর্থ হয়। আমার ছেলের ক্ষেত্রে তাও হয় নি প্রদ্যোতবাবু। আমার ছেলে আমার ওষুদ খায় নি। তুমি ডাক্তার হয়েছ—সে ডাক্তার তখনও হয় নি।

তার রোগ দেখা দিল। তাকে ওষুদ দিলাম। কিন্তু সে ওষুদ খেলে না। ফেলে দিলে।

প্রদ্যোত। ফে—লে দি—লেন?

মশায়। আমার অজ্ঞাতসারে অবশ্য। আমি জানতাম না। যখন জানলাম—তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। তখন তার মস্তিষ্কের বিকার ঘটে গেছে। আমার উপর ক্রোধ থেকেই তার এ রোগের উৎপত্তি। তাই হয়—একটা দুরন্ত ক্রোধ, দুর্জয় ক্ষোভ, একটা কোন আঘাত উপলক্ষ করেই মাথায় যন্ত্রণা সুরু হয়। ওই অভয়া মাকে তুমি চেন—তার স্বামী ছিল আমার ছেলের বন্ধু, তার অসুখ হল—

প্রদ্যোত। জানি, আপনি বুঝতে পেরেছিলেন—সে মরবে। অভয়া দেবীকে আপনি নিমন্ত্রণ করে মাছ মাংস খাওয়াতে চেয়েছিলেন—

মশায়। তুমি শুনেছ সে কথা। হ্যাঁ। সেই কারণেই তার ক্রোধ হল আমার উপর। আমাকে ভাবলে নিষ্ঠুর। বললেও একদিন। সেই তার রোগের সূত্রপাত—।

প্রদ্যোত। সে নিষ্ঠুরতা তাঁর বেলায়ও আবার করলেন আপনি। ওষুদ পর্যন্ত দিলেন না। মশায়, যদি বলি নিদান হেঁকে তাই সফল করবার জন্যই আপনি—

মশায়। ডাক্তার! ডাক্তার! (প্রদ্যোত স্তব্ধ হইল, মশায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং শান্ত হইয়া) ডাক্তার, আমার আজ মনে হচ্ছে—সত্যবন্ধু আমার কাছে সে প্রশ্ন করে উত্তর পায় নি—পুনর্জন্ম নিয়ে তুমি হয়ে তারই উত্তর নিতে এসেছ। সেও এই প্রশ্ন করেছিল। স্বীকার করব, রাগ করেই উত্তর দিই নি। ঘৃণাও করেছিলাম। মশায় বংশের ছেলে এই প্রশ্ন করবে? ছি! ভাবি নি নতুন কালের ছায়া পড়েছে তার উপর। নূতন কাল পুরানো কালের বহু ব্যর্থতার ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হয়ে—তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সেও ছিল তোমারই মত নূতন কালের মানুষ। সে আমার কাছে প্রমাণ চেয়েছিল। আমি দিইনি।

[সুধার প্রবেশ, সঙ্গে মঞ্জু]

সুধা। আপনার কাছে আমি মার্জনা চাচ্ছি। প্রদ্যোত অসুস্থ।

জীবন। না মা, কৈফিয়ৎ আমি দেব। দিতে আমাকে হবে। সত্যবন্ধুর মৃত্যুর কথা শুনেছেন উনি; অন্তরে ওঁর আঘাতই শুধু লাগে নি, তারই ফলে সত্যবন্ধুর প্রশ্নগুলিও আমাকে উনি বারবার করেছেন।

প্রদ্যোত। বলুন আমি শুনব, আমাকে শুনতে হবে। তার আগে আপনার ওষুদ আমি খাব না। তাঁর মতই উপেক্ষা করব।

জীবন। বলব বই কি!

প্রদ্যোত। বলুন।

জীবন। তোমার সততার মানদণ্ডে আমাকে বিচার কর প্রদ্যোতবাবু। তুমি যদি অসৎ হও—তবে আমাকে অসৎ ভাবলে তোমার কাছে আমার সততা প্রমাণ করা অসম্ভব। ডাক্তার তুমি ভুল করতে পার, কিন্তু ভুল বুঝতে পেরে সংশোধন করবে না এমন কি হয়? তোমার অবিশ্বাস সহ্য হচ্ছে প্রদ্যোতবাবু, সত্যবন্ধুর অবিশ্বাস সহ্য হয় নি। সে আমার সন্তান। মশায় বংশের সন্তান। ছি—ছি! ছি! প্রদ্যোতবাবু, তোমার মতই আমার ছেলে বলেছিল—এটা মরার যুগ নয়, বাঁচার যুগ! আরও বলেছিল—এটা নিজেরা সর্বস্বান্ত হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেবার যুগ নয়! আমাদের আরোগ্য নিকেতনে তখন প্রায় বিশ হাজার টাকা ওষুদের পাওনা ডুবতে বসেছে। সত্যবন্ধুর পড়ার খরচ চালাচ্ছি জমি বিক্রি করে। সে বুঝতে পারলে না অতি সহজ কথা, মশায় বংশের রক্তে ও কথার উপলব্ধি মিশে রয়েছে। কোন যুগই শুধু মরার নয়, শুধু বাঁচার নয়। মৃত্যু ধ্রুব প্রদ্যোতবাবু, মানুষ বাঁচে মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের তপস্যার জন্য। নিদান আমরা হাঁকি, জানিয়ে দি, মৃত্যু চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই নূতন কাল আসবে, বংশ আসবে, ধর্ম আসবে, সাধনা আসবে, মৃত্যুকে ভয় করো না, মৃত্যুভয়কে জয় করো, মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়ে অমৃতলোকে প্রবেশ করো। উত্তরপুরুষের

আসবার পথ উন্মুক্ত কর নইলে সে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে আসবে। এইটে মশায় বংশের ছেলে বুঝতে পারলে না। হ্যাঁ, অকালমৃত্যু আছে। তাকে আমরা রোধ করতে পারি নি। তোমরা পেরেছ। কিন্তু অভয়ার স্বামীর অসুখে —আমার অবহেলায় নিদান সফল আমি করি নি। আমার অন্তর্যামী জানেন। তাকে বলি নি, কিন্তু তোমাকে বলছি—সে করে থাকলে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হবে, আমার সত্যবন্ধু গোপনে বিবাহ করেছিল—শুনেছি তার সন্তান আছে, পৃথিবীর জনারণ্যে হারিয়ে যাওয়া আমার সেই পৌত্র—

সুধা। (চীৎকার করিয়া উঠিল) বাবা! বাবা! না—না—না! না।

[মশায় স্তব্ধ হইলেন]

প্রদ্যোত। কেন সেই নির্দোষ আপনার স্নেহবঞ্চিত হতভাগ্যকে আপনার অপরাধের জন্য অভিশাপগ্রস্ত করছেন? তার উপর আপনার কি অধিকার, কোন্ অধিকার?

মশায়। কি বলছ ডাক্তার? আমার পৌত্রের উপর আমার অধিকার নেই? আছে, সহস্রবার আছে, কে জানে ডাক্তার, আমার সেই অজ্ঞাত অপরিচিত পৌত্র তোমারই মত গৌরবের অধিকারী নয়, তোমারই মত ধীমান নয়। কে বলবে ব্যাধির বিকারে নূতন শিক্ষার উগ্রতায় সত্যবন্ধু বংশের যে আশয়, যে বিশ্বাস বিসর্জন দিয়েছিল সে তা নূতন করে অর্জন করেনি। ডাক্তার, আমার পুত্রবধূ ভিন্ন বিশ্বাসের মেয়ে, আমার ছেলেকে ভালবেসে আমাদের বংশের বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছিল। কে বলবে সে তোমার পুণ্যবতী মা'টির মত পুণ্য অর্জন করেনি! ডাক্তার, আমি যে তার জন্য দু বাহু বাড়িয়ে, দু হাত বাড়িয়ে বসে আছি। কখনও দ্বিধায় সস্নেহে হাত গুটিয়েছি, কিন্তু ভিতরের হাত দুটো কোনদিন সংকুচিত হয় নি। আকুল আগ্রহে তার পথ চেয়ে বসে আছি। তার ওপর আমার অধিকার নেই?

প্রদ্যোত। দিন মশায়—আমাকে আপনার ওষুধ দিন।

মশায়। আমি তোমার পিতামহের বয়সী—তুমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছ সে কথা। আমার উপর বিশ্বাস কর। আমার সত্যবন্ধু আমাকে বিশ্বাস করে নি। অবশ্য তার কারণ অনেক। তার স্ত্রী তাকে আঘাত দিয়েছিল। আমি নিজে এ ওষুদ খেয়েছি। আমারও হয়েছিল। নিষ্ঠুর মাথার যন্ত্রণা। একটা দুর্জয় মানসিক গতি— ; বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে তুচ্ছ মনে হয়। (এতক্ষণ ওষুদ তৈরী করিতেছিলেন, এবার ওষুদ বাড়াইয়া ধরিলেন) নাও ভাই—

[প্রদ্যোত হাত বাড়াইয়া ওষুদ লইল]

[ভুবন রায় প্রবেশ করিলেন]

মশায়। আবার ভেবে দেখ, মিলিয়ে দেখ। আমাদের এই বংশগত রোগের উপসর্গের সঙ্গে তোমার উপসর্গ মেলে কি না।

প্রদ্যোত। মেলে—মেলে—। দিন।

[ওষুদের পাত্র দিলেন—প্রদ্যোত লইল। ভুবন রায় বাহির হইতেই গম্ভীরস্বরে বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল]

ভুবন। ডাক্তার, প্রদ্যোত—তুমি আমার জাতি কুল রক্ষা কর—ডাক্তার।

মশায়। বিবাহের আপনি আয়োজন করুন রায় মশায়, ডাক্তারবাবু দু তিন দিনেই সুস্থ হয়ে উঠবেন।

ভুবন। না—না। মশায়, আপনি ডাক্তারকে বলুন—মঞ্জুকে আমার ফিরে দিক। মঞ্জু ফিরে আয়। দাঁতু ঘোষাল—নবগ্রামের পথে পথে চিৎকার করে বেড়াচ্ছে—ডাক্তারের জাতি কুলের ঠিকানা নাই, তার পিতা পিতামহের নাম পর্যন্ত জানে না—

[প্রদ্যোত ওষুদ পান করিতে উদ্যত হইল]

মশায়। সে কি? ডাক্তার।

[প্রদ্যোত পান করিল।]

মশায়। এ কি করলে? ডাক্তার তোমাকে যে বারবার বললাম—বংশগত রোগের জন্য—এর মাত্রা অতি উগ্র—এর প্রতিক্রিয়া—। ডাক্তার—এ কি করলে তুমি?

প্রদ্যোত। উনি জানেন না। আমার পিতার এই ব্যাধি ছিল। পিতামহের ছিল। পিতা আমার উপেক্ষা করে এ ওষুদ খাননি—

মশায়। তুমি কে? তুমি কে? প্রদ্যোত! প্রদ্যোত!

প্রদ্যোত। আমি তা উপেক্ষা করি নি। আমি খেয়েছি—

মশায়। বল বল ডাক্তার, প্রদ্যোত—

প্রদ্যোত। উনি বিজয়ী, উনি ধনী, উনি স্থূল, ওঁকে আমি যা বলেছি তা উনি বুঝতে পারেন নি। উনি আমার কথাকে বিকৃত করেছেন। বিকৃত সত্য, মিথ্যা বুঝেছেন উনি।

মশায়। ডাক্তার দাঁড়াও। ডাক্তার—

[স্থিরভাবে দেখিতে লাগিলেন]

ভুবন। না, মিথ্যা বুঝিনি। তুমি নিজে বলেছ—এই ঘরে দাঁড়িয়ে আমাকে বলেছ। তুমি পিতামহের নাম জান না, প্রপিতামহের নাম জান না, গোত্র জান না।

মঞ্জু। না জানুন। ওঁর কর্ম—ওঁর চরিত্রই ওঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। আমি তাকেই সব চেয়ে বড় বলে মেনে নিজে চলে এসেছি দাদু। তুমি ফিরে যাও—আমি যাব না।

ভুবন। নবগ্রামের আকাশ বাতাস কি জঘন্য কথা ছড়িয়ে দিলে দাদু, সে তুই জানিস নে মঞ্জু। ডাক্তারের মায়ের নাম করে—

প্রদ্যোত। ভুবনবাবু—। আমার মা তপস্বিনী! আপনার পাপ হবে! সে দিন যা বলিনি—

[অভয়ার প্রবেশ]

অভয়া। আমি বলছি। আমি জানি ওর পরিচয়।

[আতর বউয়ের হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ]

আতর বউ। আমি বলছি—আমি বলছি। ও মশায় বংশের হারানো মাণিক, বংশধর। আমার ওগো মশায়—তোমার আমাদের সতুর ছেলে।

মশায়। ডাক্তার! প্রদ্যোত!—

প্রদ্যোত। সেদিন বলিনি, বলিনি—আপনার অনুমতি পাইনি তাই বলিনি। আজ বলছি। শুনুন ভুবনবাবু, সে পরিচয় আপনার চেয়ে ছোট নয়, কারুর চেয়ে খাটো নয়। মহাশয়ের বংশ। সে আশয় আমার মধ্যেও আছে। স্বীকৃতি পেয়েছি। আমার পিতামহের নাম—

মশায়। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ তোমার পিতামহের নাম জীবনবন্ধু সেন।

আতর। আমার সত্যবন্ধুর ছেলে! আমার হারানিধি! ওরে আমার বুকে আয়, আমার বুকে।

[বুকে জড়াইয়া ধরিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, হাঁপাইতে লাগিল]

মশায়। (উৎকণ্ঠিত ভাবে) আতর বউ! আতর বউ! তুমি কাঁপছ! তুমি কাঁপছ!

[আতর বসিয়া পড়িলেন]

আতর। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) ছুটে আসছি বাড়ি থেকে। অঙ্গে অন্তরে আনন্দ ধরছে না। সইতে পারছি না। মনে হচ্ছে—সংসার মৃতসঞ্জীবনীর নেশায় মাতাল হয়ে গিয়েছে। বুকের ভিতরটায় যেন কি করছে—! দেখতো মশায়, হাতটা দেখতো! (খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া হাতটি বাড়াইয়া দিল। মশায় নাড়ী ধরিলেন। চমকিয়া উঠিলেন) চমকে উঠলে? (মাথা তুলিতে চেষ্টা করিলেন। সশব্দে হাসিয়া বলিলেন) তা হলে সে আসছে। ওগো তোমার মৃত্যুর পরে নয়? ফলল না—তোমার নিদান ফলল না? তোমার আগে—?

[হাসিল]

মশায়। প্রদ্যোত, ইনজেকশন যদি দেবে, তোমার ঠাকুমাকে আগে দাও। দেখ (হাত নামাইয়া দিল)।

[প্রদ্যোত হাত ধরিল]

আতর। না। (মাথা নাড়িল) দুধ গঙ্গাজল। সে আসছে (কণ্ঠস্বর মৃদু হইয়া আসিতেছিল) সে আসছে গো—সে আসছে। তোমার সেই পিঙ্গলবরণা পিঙ্গলকেশিনী পিঙ্গলনয়না—কণ্ঠে পদ্মবীজের মালা—; অনন্ত শান্তি নিয়ে আসছে।

মশায়। (মৃদুস্বরে স্নেহভরে ডাকিলেন) আতর বউ!

যবনিকা

আরোগ্য নিকেতন

উদ্বোধন রজনী ॥ ৭ই জুন ১৯৫৬

প্রযোজক

শ্রীরাসবিহারী সরকার

পরিচালনা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালনা

কমল দাশগুপ্ত

আলোক নিয়ন্ত্রণ

তাপস সেন

দৃশ্য পরিকল্পনায়

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নৃত্য পরিকল্পনায়

অনাদিপ্রসাদ

প্রথম রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দ

ঃ পুরুষ চরিত্রে ঃ

চরিত্র		পরিচয়		অভিনেতা
জীবন মশায়	…	নবগ্রামের বিখ্যাত কবিরাজ	…	শ্রীনীতিশ মুখোপাধ্যায়
ইন্দির	…	ঐ ভৃত্য	…	” মনি শ্রীমানি
ভুবনেশ্বর রায়	…	নবগ্রামের জমিদার	…	” সন্তোষ সিংহ
দীপেন	…	ঐ দৌহিত্র	…	মাস্টার দীপক
সেতাব মুখুজ্জে	…	জীবন মশায়ের বাল্যবন্ধু	…	শ্রী জয়নারায়ণ মুখোঃ
কিশোর	…	নবগ্রামের সমাজসেবী	…	” বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়
দাঁতু ঘোষাল	…	লোভী রুগ্ন ব্রাহ্মণ	…	” নবদ্বীপ হালদার
পরাণ শেখ	…	নবগ্রামের মোড়ল	…	” তরুণকুমার চট্টোঃ
চারু ডাক্তার	…	নবগ্রামের হাসপাতালের ডাক্তার		” অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রদ্যোত	…	” তরুণ ডাক্তার		” বসন্ত চৌধুরী
শশী	…	” কম্পাউণ্ডার		” কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
+মৃত্যুঞ্জয়	…	মরি বৈষ্ণবীর নাতি	…	” সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
+বৈষ্ণব	…	নবগ্রামের জনৈক বৈষ্ণব	…	” কালী চক্রবর্তী
গোপাল	…	প্রদ্যোতের ভৃত্য	…	” লক্ষ্মীরঞ্জন বন্দ্যোঃ
+তপেন	…	শুভ্রার স্বামী (মুন্সেফ)	…	” শান্তনু কুমার
+পাঁচু	…	নবগ্রামের জনৈক যুবক	…	” দিলীপ কুমার

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ, পুরোহিত, গ্রামবাসীগণ, প্রজাপতি ব্রহ্মা, মৃত্যুর সহচরগণ, নরগণ — সুশীল দে, বৈদ্যনাথ গঙ্গোঃ, হিমাংশু গোস্বামী, সুরেন সাউ, বঙ্কিম দাস, ভানু দে, রাম গোপাল, চাঁদু মুখোঃ, কল্যাণ বোস, সমীর দত্ত, লালু মুখোঃ, প্রসাদ বন্দ্যোঃ, ননীগোপাল কর্মকার, সুনীল বন্দ্যোঃ, কেশব ঘোষ, সুনীল দত্ত, শান্তিরঞ্জন ভট্টাঃ, প্রদীপ ঘোষ, সহদেব গঙ্গোঃ, শোভেন চট্টোপাধ্যায়

ঃ স্ত্রী চরিত্রে ঃ

আতর বৌ	... জীবন মশায়ের স্ত্রী	... শ্রীশান্তি গুপ্তা
সুধা	... প্রদ্যোতের মা	... " চিত্রিতা মণ্ডল
অভয়া	... নবগ্রামের আচার্য বাড়ির বিধবা কন্যা	" পূর্ণিমা দেবী
মঞ্জু	... ভুবন রায়ের দৌহিত্রী	... " তপতী ঘোষ
মরি	... বৈষ্ণবী	... " কমলা (ঝরিয়া)
শুভ্রা	... মঞ্জুর বান্ধবী	... " মেনকা দেবী
১ম নার্স	... ..	... " জয়শ্রী সেন
২য় নার্স	... ...	... " সুব্রতা সেন
৩য় নার্স	... ...	... " আরতি দাস

নার্সগণ, রোগীর মা,
রোগিনী, মৃত্যু, নারীগণ

লক্ষ্মী দে, বেলা দত্ত,
বাসন্তী ঘোষ, শীলা দাস,
রেখা দত্ত, মীরা বাগচী,
অরুণা পাল, ইলা ঘোষ

স্মারক

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়, মনু বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশ সেন

যন্ত্রসঙ্গীতে

মহাদেব আঢ্য (সঙ্গীত শিক্ষক), মনি দে, শৈলেন দে, দীনেশ চন্দ্র, দিলীপ রায়, রতন দাস, বিজয় দে, বৃন্দাবন দে, মুরারী ভড়, রতন সেনগুপ্ত, লক্ষ্মণ দাস, পূর্ণ দাস, গোপাল দাস।

সিফ্‌টার

প্রহ্লাদচন্দ্র দাস, পুঁটিরাম বাগ, আহাম্মদ মিস্ত্রী, ভোলানাথ অধিকারী, অশ্বিনীকুমার প্রামাণিক, নিমাইচাঁদ মিত্র, কালীপদ দাস, নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী

স্টেজ রিকুইজিশন

বিমলকৃষ্ণ মিত্র

ড্রেসার্স

গোবিন্দচন্দ্র দাস, পঞ্চানন আঢ্য, মাণিকচন্দ্র পাল, নিরঞ্জন ঘোষ, পেয়ার আলি

মেক আপ্

শক্তি সেন

ইলেকট্রিসিয়ান

বংশী সাউ, নন্দলাল আশ, নারায়ণচন্দ্র পাল, কানাইলাল গোস্বামী, বাবুলাল ঘোষ, অজিত চ্যাটার্জি, তপেন রায়, সুরেশ চন্দ, মোহনলাল

স্বরক্ষেপণে

দুলাল মল্লিক (ইন্‌চার্জ), দীনেশ পাল, বিমল হালদার

সহ-মঞ্চাধ্যক্ষ

গোপী দে

প্রচার ব্যবস্থা

সাতকড়ি পাল